হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল

ইউনিট ১

ভূমিকা

পূর্ব যুগে ব্যবসায় বাণিজ্যের পরিসর সীমিত ছিল। ক্রয়-বিক্রয় ও দেনা-পাওনা টাকায় নিস্পত্তি করা হত। পরবর্তীতে সময়ের বিবর্তনে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উৎপাদন, যান্ত্রিকীকরন, বাজার সম্প্রসার, প্রতিযোগীতা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। নগদ অর্থ বহন ও নগদ লেনদেন ঝুঁকিপূর্ণ ও সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। ফলে অর্থের নিরাপদ ও ঝুঁকিবিহীন বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন দলিলের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলের প্রচলন হয় অর্থাৎ অভ্যন্তরীন ও আর্ন্তজাতিক বাজারে ধারে ক্রয়-বিক্রয় বৃদ্ধি এবং নগদ অর্থ লেনদেন ও বহনের ঝুঁকি কমানোর জন্য বিভিন্ন দলিলের ব্যবহার শুরু হয়। প্রস্তুতকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এসব দলিল অবাধে হস্তান্তরিত হয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের দেনা-পাওনা নিস্পত্তির কাজে ব্যবহৃত হয় বলে এগুলোকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল বলা হয়। হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলসমূহের মধ্যে বিনিময় বিল, চেক, অঙ্গীকার পত্র, হুন্ডি, প্রত্যয়পত্র ইত্যাদি প্রধান। এ সকল হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলের সুষ্ঠু পরিচালনা ও তার গ্রহণযোগ্যতাকে বৈধ ও আইনানুগ করার জন্য ১৮৮১ সালে এই উপমহাদেশে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন পাশ হয় যা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলের মধ্যে বিনিময় বিল বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বিনিময় বিল মেয়াদ পূর্তির আগে ব্যাংক থেকে ভাঙ্গানো যায়, পাওনাদারের পক্ষে অনুমোদন করা যায়। স্বীকৃতি বা পরিশোধের সময় আদিষ্ট কর্তৃক বিল প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। অপরিশোধ পুরাতন বিলের বদলে বিল নবায়ন করা যায়। অনেক সময় পারস্পরিক অর্থসংস্থানের জন্যেও বিল ব্যবহার করা হয়। বিল সংক্রান্ত লেনদেন জাবেদা দাখিলার মাধ্যমে হিসাবভূক্ত করা হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটে আছে :

পাঠ-১.১ ঃ হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, বিনিময় বিলের সংজ্ঞা ও নমুনা
পাঠ-১.২ ঃ বিনিময় বিলের গুরুত্ব, সুবিধা ও প্রকারভেদ
পাঠ-১.৩ ঃ চেক ও বিনিময় বিলের এবং বিনিময় বিল ও অঙ্গীকার পত্রের পার্থক্য
পাঠ-১.৪ ঃ বিনিময় বিলের স্বীকৃতি ও অনুমোদন
পাঠ-১.৫ ঃ বিনিময় বিলের বাট্টাকরন, প্রত্যাখান ও নবায়ন
পাঠ-১.৬ ও ৭ ঃ বিল সংক্রান্ত লেনদেন হিসাবভুক্ত করার জাবেদা দাখিলা।

পাঠ-১.১ হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য এবং বিনিময় বিলের সংজ্ঞা ও নমুনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- ☞ হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ বিনিময় বিলের সংজ্ঞা বুঝিয়ে বলতে পারবেন
- ☞ বিনিময় বিলের নমুনা দেখতে পারবেন।

হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলের সংজ্ঞা ঃ

যে লিখিত দলিল প্রস্তুতকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং বারবার অবাধে হস্তান্তর করে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের দেনা-পাওনা নিস্পত্তির কাজে ব্যবহার করা যায় তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল বলে। বিনিময় বিল, অঙ্গীকার পত্র ও চেক হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলের উদাহরণ। এছাড়াও আছে ব্যাংক নোট, সরকারী নোট, ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র, হুন্ডি, ভ্রমণকারীর চেক, ডিবেঞ্চার, লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট, গ্রাহক বন্ড ইত্যাদি। বাংলাদেশে প্রচলিত ১৮৮১ সালের হস্তান্তর যোগ্য ঋণ দলিল আইনের ১৩(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, "A negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or cheque payable either to order or to bearer." অর্থাৎ প্রাপকের নির্দেশে কোন ব্যক্তি বা বাহককে পরিশোধ্য অঙ্গীকার পত্র, বিনিময় বিল অথবা চেককে হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল বলে।

নগদ টাকার পরিবর্তে অবাধে বিনিময়যোগ্য বলে এরূপ ঋণ দলিল বাকীতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত দেনা-পাওনা নিস্পত্তি এবং ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই সব ঋণ দলিল বাংলাদেশে প্রচলিত ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। তাই উক্ত দলিলে লিখিত অর্থ আদায়ের জন্য আইনের আশ্রয় নেয়া যায়। আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত দেনা-পাওনা এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, যে দলিলে ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট অথবা নির্ধারণযোগ্য তারিখে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বাহককে পরিশোধ করার শর্তহীন আদেশ বা প্রতিশ্রুতি লিখিত থাকে, তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল বলা হয়।

হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলের বৈশিষ্ট্য ঃ

বর্তমান বিশ্বের সকল দেশেই নগদ টাকার বিকল্প বা সহায়ক হিসাবে বিভিন্ন হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল ব্যবহার করা হচ্ছে। এ সব ঋণ দলিলে সাধারণতঃ যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয় তা নীচে বর্ণনা করা হল।

১. **লিখিত দলিল (Written Document) ঃ** হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল নিয়মানুযায়ী লিখিত একটি দলিল। অঙ্গীকারপত্র দেনাদার কর্তৃক ও বিনিময় বিল পাওনাদার কর্তৃক সাদা কাগজে লেখা হয়। আর ব্যাংকের ছাপানো পাতায় আমানতকারী চেক লিখে থাকে।

২. **স্বাক্ষরিত (Signed) ঃ** এরূপ দলিলে অবশ্যই প্রস্তুতকারী বা তার আইনানুগ প্রতিনিধির স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্বাক্ষরের সাথে তারিখ ও থাকা আবশ্যক। অন্যথায় দলিলের কোন মূল্য থাকে না বা আইন সম্মত হয় না।

৩. **পক্ষসমূহ (Parties) ঃ** হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলে অবশ্যই একাধিক পক্ষ থাকবে। অঙ্গীকার পত্রে দুটি পক্ষ থাকে, অঙ্গীকার দাতা ও অঙ্গীকার গ্রহীতা। আর বিনিময় বিল ও চেকে তিনটি পক্ষ থাকে, আদেষ্টা, আদিষ্ট ও প্রাপক।

৪. **শর্তহীন (Unconditional) ঃ** এতে মূল্য প্রদানের শর্তহীন নির্দেশ বা প্রতিশ্রুতি লিখিত থাকে। অঙ্গীকার পত্রে টাকা প্রদানের শর্তহীন অঙ্গীকার থাকে বিনিময় বিলে আদেষ্টা বা পাওনাদার আদিষ্ট বা দেনাদারকে অর্থ প্রদানের শর্তহীন নির্দেশ দেয়। আর চেকের ক্ষেত্রে আমানতকারী ব্যাংককে অর্থপ্রদানের শর্তহীন নির্দেশ দিয়ে থাকে।

৫. **হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability) ঃ** এরূপ দলিল বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে নগদ টাকার মত ব্যবহার ও হস্তান্তর করা যায়। বাহককে প্রদেয় দলিলের ক্ষেত্রে শুধু অর্পনের দ্বারা হস্তান্তর করা যায় এবং এতে হস্তান্তর গ্রহীতা স্বত্ব লাভ করে। আদেশে প্রদেয় দলিলের ক্ষেত্রে হস্তান্তরের জন্য পৃষ্ঠাংকন করতে হয়।

৬. **টাকার পরিমাণ (Amount of Money) ঃ** হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলে নির্দিষ্ট টাকার পরিমাণ অংকে ও কথায় উল্লেখ থাকে।

৭. **প্রাপাকের নাম (Name of Payee) ঃ** এরূপ দলিলে প্রাপকের নাম উল্লেখ থাকে। কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে আদেষ্টা 'নিজ' শব্দ লিখতে পারেন। অঙ্গীকার পত্রের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারদাতা কার নিকট অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তান নাম উল্লেখ করতে হয়।

৮. **মেয়াদ (Maturity) ঃ** বিনিময় বিল ও অঙ্গীকারপত্র সাধারণতঃ বিভিন্ন মেয়াদের হয় এবং দলিলে তা লেখা থাকে। এসব দলিল চাহিবামাত্র পরিশোধ্য ও হতে পারে। চেক চাহিবামাত্র পরিশোধ্য হয়ে থাকে।

৯. **উপস্থাপন (Presentation) ঃ** হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলের অর্থ আদায়ের জন্য ধারককে মেয়াদান্তে উপস্থাপন করতে হয়। মেয়াদী বিনিময় বিল আর্দিষ্টের নিকট প্রথমে স্বীকৃতির জন্য এবং মেয়াদান্তে পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করা হয় চেকের অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যাংকে এবং অঙ্গীকার পত্রের ক্ষেত্রে মেয়াদান্তে প্রতিশ্রুতিদাতার নিকট উপস্থাপন করতে হয়।

১০. **ঋণের প্রমাণ (Proof of Debt) ঃ** সকল প্রকার হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল ১৮৮১ সালের আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয় বলে আদালতে ঋণের দলিল হিসাবে গৃহীত হয়।

বিনিময় বিলের সংজ্ঞা ঃ

যে দলিলে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ভবিষ্যত কোন তারিখে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য শর্তহীন আদেশ প্রদান করে এবং অপরপক্ষ এতে স্বীকৃতি প্রদান করে ও মেয়াদ শেষে উল্লেখিত অর্থ প্রদান করে তাকে বিনিময় বিল বলে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে ব্যবসায় জগতে নগদের চেয়ে বাকীতে লেনদেন বেশী সংঘটিত হচ্ছে। এ সমস্ত বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় ও আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত দেনা-পাওনা নিস্পত্তির জন্য এমনকি পারস্পরিক অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে বহুল ব্যবহৃত হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল হচ্ছে বিনিময় বিল। বাংলাদেশে প্রযোজ্য ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল আইনের ৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, "A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order, signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to the order of a certain person or to the bearer of the instrument." অর্থাৎ "লেখক কর্তৃক স্বাক্ষরিত যে লিখিত দলিলে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তার আদেশে অন্য কাউকে অথবা বাহককে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তার আদেশে অন্য কাউকে অথবা বাহককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তহীন আদেশ দেয়া হয় তাকে বিনিময় বিল বলে।"

বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার পর বিক্রেতা বা পাওনাদার বিক্রিত পণ্য মূল্যের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ভবিষ্যত কোন তারিখে সংশ্লিষ্ট ক্রেতা বা দেনাদার পরিশোধ করবে, এই মর্মে একখানা বিনিময় বিল প্রস্তুত করে ক্রেতার নিকট পাঠিয়ে দেয়। ক্রেতা উক্ত বিলে স্বাক্ষর দিয়ে ভবিষ্যত তারিখে উহা পরিশোধ করার স্বীকৃতি প্রদান করে। মেয়াদ শেষে অর্থাৎ উল্লেখিত ভবিষ্যত তারিখে উক্ত বিল উপস্থাপন করা হলে স্বীকৃতি দাতা বিলের বাহক বা নির্দেশিত ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করে দেনা পাওনা নিস্পত্তি করে। পাওনাদার বা বিল প্রস্তুতকারীকে আদেষ্টা এবং দেনাদার বা স্বীকৃতিদাতাকে আদিষ্ট বলে।

সুতরাং নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তার নির্দেশিত কাউকে অথবা বাহককে চাহিবামাত্র বা ভবিষ্যত কোন তারিখে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরিত প্রস্তুতকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও স্ট্যাম্প যুক্ত একটি লিখিত শর্তহীন আদেশ নামাকে বিনিময় বিল বলে।

বিনিময় বিলের নমুনা

একটি সাধারণ বিনিময় বিলের নমুনা নিম্নে দেয়া হল ঃ

স্ট্যাম্প	সামি ব্রাদার্স ৪২০ বায়তুল মোকাররম মার্কেট, ঢাকা	১ মার্চ ২০১৮
	টাকা ৮০,০০০	
আজ থেকে ৯০ (নব্বই) দিন পর প্রাপ্ত মূল্যের বিনিময়ে জনাব সিয়ামকে অথবা তাঁর আদেশানুসারে বা বাহককে মাত্র আশি হাজার টাকা বরাবর ঃ		
হাজী সাহেব ষ্টোর্স ৯৯ শেখ পাড়া কুষ্টিয়া	স্বীকৃত হলো হাজী সাহেব ষ্টোর্স ২ মার্চ ২০১৪	স্বাক্ষর ব্যবস্থাপক সামি ব্রাদার্স

সারসংক্ষেপঃ

প্রস্তুতকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত যে লিখিত দলিল বারবার হস্তান্তর করে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের দেনা-পাওনার নিস্পত্তি করা যায় তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল বলে। যেমন ঃ বিনিময় বিল, অঙ্গীকার পত্র, চেক, ব্যাংক নোট, সরকারী নোট, ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র, হুন্ডি, ভ্রমণকারীর চেক, ডিবেঞ্চার, লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট, গ্রাহক বন্ড ইত্যাদি। উক্ত দলিলসমূহের মধ্যে বিনিময় বিল বহুল ব্যবহৃত। যা পাওনাদার কর্তৃক দেনাদারের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তহীন আদেশ নামা। দলিলসমূহ ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বিনিময় বিলের প্রধানত কয়টি পক্ষ?
(ক) ৪টি (খ) ৩টি (গ) ২ টি (ঘ) ৫টি

২। কোনটি হস্তান্তর যোগ্য দলিল?
(ক) চেক (খ) অঙ্গিকারপত্র (গ) ঋণপত্র (ঘ) সবগুলো

৩। বিনিময় বিলের বৈশিষ্ট্য হলো-
(i) লিখিত (ii) শর্তহীন আদেশ (iii) মৌখিক
(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। বিনিময় বিল এর উৎপত্তি-
(i) ক্রয়-বিক্রয় (ii) ঋণ থেকে (iii) আমদানি-রপ্তানী
(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। প্রস্তুতকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত যে লিখিত দলিল বারবার অবাধে হস্তান্তর করে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের দেনা-পাওনা নিস্পত্তি করা যায় তাকে বলে -
ক. হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল খ. বিনিময় বিল গ. অঙ্গীকার পত্র ঘ. কোনটিই নয়।

৬। কোন্‌টি হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল?
ক. ব্যাংকের আজ্ঞা পত্র খ. লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট গ. গ্রাহক বন্ড ঘ. সবগুলোই।

৭। কোন্‌টি হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল নয়?
ক. ডিবেঞ্চার খ. ভ্রমণকারীর চেক গ. সাধারণ শেয়ার ঘ. হুন্ডি।

৮। কোন্‌টি হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলের বৈশিষ্ট্য?
ক. লিখিত দলিল খ. ঋণের প্রমাণ গ. টাকার পরিমাণ উল্লেখ ঘ. সবগুলোই।

৯। কোন্‌টি হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলের বৈশিষ্ট্য নয়?
ক. হস্তান্তরযোগ্যতা খ. একাধিক পক্ষ গ. শর্তযুক্ত ঘ. প্রাপকের নাম উল্লেখ।

১০। পাওনাদার কর্তৃক দেনাদারের উপর প্রস্তুত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের একটি শর্তহীন লিখিত আদেশ নামাকে বলে-
ক. অঙ্গীকার পত্র খ. ব্যাংকের আজ্ঞা পত্র গ. বিনিময় বিল ঘ. গ্রাহক বন্ড।

১১। বিনিময় বিল নিম্নের কোন্‌টিতে সহায়তা করে?
ক. বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় খ. পাওনা-দেনা নিস্পত্তি গ. আমদানি-রপ্তানি ঘ. সবগুলোতেই।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল বলতে কি বুঝায়? উদাহরণ দিন।
২. হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৩. বিনিময় বিলের সংজ্ঞা দিন।
৪. বিনিময় বিলের নমুনা উপস্থাপন করুন।

পাঠ-১.২ বিনিময় বিলের গুরুত্ব, সুবিধা ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ☞ বিনিময় বিলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ☞ বিনিময় বিলের সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ বিভিন্ন প্রকার বিনিময় বিলের বর্ণনা দিতে পারবেন।

বিনিময় বিলের গুরুত্ব

আধুনিক বিশ্বে শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সেই সাথে বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের দেনা পাওনা নিষ্পত্তিতে বিনিময় বিলের গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ সংস্থানে ও ঋণের দলিল হিসাবেও বিনিময় বিলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিনিময় বিলের গুরুত্ব বর্ণনা করা হল ঃ

১. **অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে (In Inland Business) ঃ** একটি দেশের অভ্যন্তরে বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণ সংক্রান্ত পাওনা-দেনা নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে নগদ লেনদেন ও নগদ অর্থ স্থানান্তরের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

২. **বৈদেশিক বাণিজ্যে (In Foreign Trade) ঃ** কোন দেশ তার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করতে পারে না তাই বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে। বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রয়-বিক্রয় তথা আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত দেনা-পাওনা নগদে পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। কেননা বিভিন্ন দেশের মুদ্রা স্বতন্ত্রও পৃথক। যেমন ঃ বাংলাদেশে টাকা, জাপানে ইয়েন, কুয়েতের দিনার ইত্যাদি। তাই বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেনা পাওনা নিষ্পত্তিতে বিনিময় বিল ব্যবহৃত হয়।

৩. **অর্থ সংস্থান (In Financing) ঃ** দুজন ব্যবসায়ী যে কোন সময় অর্থ সংস্থানকারী বিনিময় বিল প্রস্তুত করে পরস্পর নিজেদের চলতি মূলধনের জন্য অর্থ সংস্থান করতে পারে। যা ব্যবসা কার্যক্রম প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. **অর্থ প্রেরণের ঝুঁকি ও ব্যয় হ্রাসে (In Reducing Risk and Expanse of Remittances) ঃ** এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণ ঝুঁকি পূর্ণ ও ব্যয় বহুল। বিনিময় বিল ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা যায় ফলে অর্থ প্রেরণের ঝুঁকি ও ব্যয় হ্রাস পায়।

৫. **মাথা পিছু আয় ও জীবন যাত্রারমান উন্নয়নে (In Improving Per Capita Income and Standard of Living) :** ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটলে কর্মসংস্থান ও মানুষের আয় বৃদ্ধি পায় ফলে মাথা পিছু আয় ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঘটে। বিনিময় বিল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে পরোক্ষভাবে মাথাপিছু আয় ও জীবন যাত্রারমান উন্নয়নে সাহায্য করে।

বিনিময় বিলের সুবিধা ঃ আধুনিক বিশ্বে জটিল, বিস্তৃত ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে বিনিময় বিল ব্যবহারে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। নিম্নে বিনিময় বিলের সুবিধা বর্ণনা করা হল ঃ

১. **বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় ঃ** বিনিময় বিল ব্যবহারের ফলে বাকীতে লেনদেনের ঝুঁকি অনেক হ্রাস পায়। এতে সামগ্রিক ব্যবসা কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়।

২. **অর্থ স্থানান্তর ঃ** বিনিময় বিল প্রচলন হওয়ায় ব্যবসায়ীগণকে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নগদ অর্থ প্রেরণ করতে হয় না। অতি সহজেই বিনিময় বিলের মাধ্যমে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা যায় ফলে অর্থ স্থানান্তরের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৩. **অর্থ সংস্থান ঃ** বাস্তব লেনদেন ছাড়াই অর্থ সংস্থানকারী বিলের মাধ্যমে আদেষ্টা ও আদিষ্ট একে অপরের অর্থ সংস্থান করতে পারে। অনেক সময় একই বিলের অর্থ ভাগাভাগি করেও পারস্পরিক অর্থ সংস্থান করতে পারে।

৪. **অল্প মূলধনে ব্যবসা ঃ** বিনিময় বিলের মাধ্যমে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করার সুবিধা থাকলে ব্যবসায়ী নগদ অর্থ ছাড়াই পণ্য ক্রয় করতে পারে এবং মূল্য পরিশোধের জন্য সময় পায়। ফলে ব্যবসা পরিচালনায় বেশী কার্যকর মূলধনের প্রয়োজন পড়ে না।

৫. **বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ** একদেশের মুদ্রা অন্য দেশে অচল। বিনিময় বিল বৈদেশিক বাণিজ্যেরত দুটি ভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীগণের মধ্যস্থিত আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত দেনা-পাওনা অতি সহজে নিষ্পত্তি করতে সাহায্যে করে।

৬. **ঋণ পরিশোধ ঃ** বিলের ধারক অতি সহজে তার পাওনাদারের স্বপক্ষে বিলের স্বত্ব অনুমোদন বলে হস্তান্তর করে ঋণ পরিশোধ করতে পারে।

৭. **নগদ অর্থে রূপায়ন ঃ** বিনিময় বিলের ধারকের নগদ টাকার প্রয়োজন হলে বিলের মেয়াদ পূর্তির আগেই ব্যাংক বা দালালের নিকট বাট্টাকরণ করে নগদ টাকা সংগ্রহ করতে পারে।

৮. **দেনার প্রমাণ ঃ** বিনিময় বিল আইনের দৃষ্টিতে দেনার পরিমাণ ও তা পরিশোধের সময় সম্বন্ধে প্রমাণ হিসাবে কাজ করে।

৯. **আইনের আশ্রয় ঃ** বিনিময় বিল ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। তাই আদেষ্টা মেয়াদ শেষে বিলের টাকা না পেলে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

১০. **হস্তান্তর ঃ** বিনিময় বিল বার বার অবাধে হস্তান্তরিত হয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে সাহায্য করে। ফলে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটে।

১১. **ভুল-ত্রুটি ও প্রতারনা ঃ** ব্যবসায় ক্ষেত্রে নগদ লেনদেনে ভুল-ত্রুটি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও প্রতারণার যে সাধারণ সম্ভাবনা থাকে বিনিময় বিলের ব্যবহারে তা হ্রাস পায়।

১২. **বিলের নবায়ণ ঃ** বিনিময় বিলের মেয়াদান্তে আদিষ্ট আংশিক অর্থ প্রদান করে অথবা না করে আদেষ্টার সম্পত্তিতে বিলের নবায়ণ করতে পারে।

১৩. **বিলের অবসায়ন ঃ** আদিষ্ট ইচ্ছা করলে বিলের মেয়াদ পূর্তির আগেই অর্থ পরিশোধ করে খানিকটা আর্থিক ছাড় (রিবেট) গ্রহণ করে বিলের অবসায়ন করতে পারে।

১৪. **বিনিময়ের মাধ্যম ঃ** বিনিময় বিল টাকার মতই পাওনা পরিশোধ বাবদ হস্তান্তর করা যায়। তাই একে উত্তম বিনিময়ের মাধ্যম বলা যায়।

১৫. **অন্যান্য লেনদেন ঃ** বিনিময় বিল কারবারী লেনদেন ছাড়া অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়।

বিনিময় বিলের প্রকারভেদ ঃ

উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির দিক থেকে সকল প্রকার বিনিময় বিল এক ও অভিন্ন। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের সাথে বিভিন্ন প্রকার বিনিময় বিলের প্রচলন ঘটেছে। ব্যবসায়ীরা তাদের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে ঐ সকল বিল প্রস্তুত ও ব্যবহার শুরু করেছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিনিময় বিলের শ্রেণী বিভাগ নিম্নে দেয়া হল ঃ

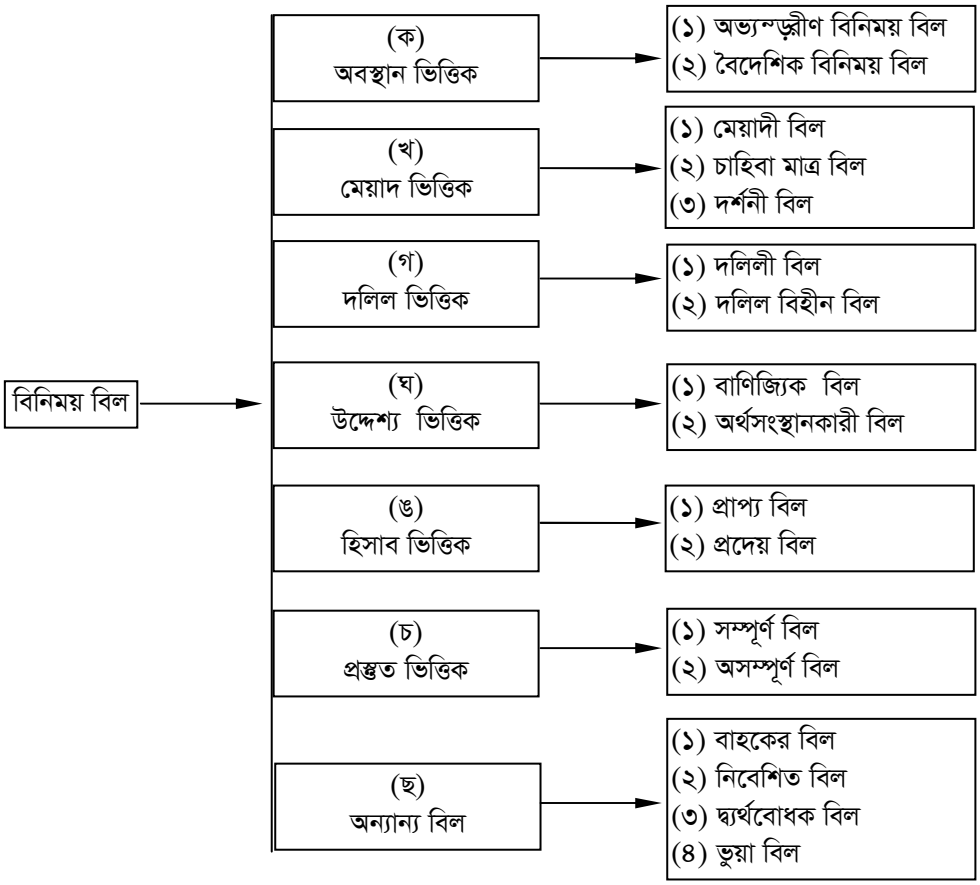

বিভিন্ন প্রকার বিনিময় বিলের বর্ণনা দেয়া হল ঃ

(ক) ভৌগোলিক অবস্থান ভিত্তিতে বিনিময় বিলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়,

যথা ঃ (১) অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল (২) বৈদেশিক বিনিময় বিল।

১. **অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল (Inland Bill of Exchange) ঃ** যদি কোন দেশে অবস্থানরত ব্যবসায়ী অন্য কোন ব্যবসায়ীর উপর বিল প্রস্তুত করে এবং ঐ দেশেই বিলটি পরিশোধিত হয় তাহলে উক্ত বিনিময় বিলকে অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল বলে। অর্থাৎ যদি কোন বিনিময় বিলের আদেষ্টা, আদিষ্ট ও প্রাপক একই দেশে অবস্থান করে এবং বিলটি উক্ত দেশেই পরিশোধিত হয় এরূপ বিনিময় বিলকে অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল বলে। মনে করুন, গাজীপুরস্থ যায়েদ এন্ড কোং কুষ্টিয়াস্থ নাকিব এন্ড ব্রাদার্সের উপর তিন মাস মেয়াদী ৫০,০০০ টাকার একখানি বিল প্রস্তুত করে এবং ঢাকাস্থ সায়েম এন্ড কোং কে অর্থ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করে। বিলখানি বাংলাদেশেই পরিশোধিত হয়। এ বিলটি অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল বলে পরিগণিত হবে। অভ্যন্তরীণ বিল সাধারণত এক প্রস্থে তৈরী করা হয় এবং দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধিত হয়। পাঠ-১ এ প্রদর্শিত নমুনাই অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিলের নমুনা।

২. **বৈদেশিক বিনিময় বিল (Foreign Bill of Exchange) ঃ** যে বিনিময় বিল এক দেশের নাগরিক কর্তৃক অপর দেশের নাগরিকের উপর প্রস্তুত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট স্বীকৃতিকারীর দেশে পরিশোধ করা হয় তাকে বৈদেশিক বিনিময় বিল বলে। যেমন, বাংলাদেশের সাদিক জাপানের নাকাতার উপর একটি বিল প্রস্তুত করল এবং জাপানে পরিশোধের নির্দেশ দিল এটি একটি বৈদেশিক বিনিময় বিল বলে গণ্য হবে। বৈদেশিক বিনিময় বিলের আদেষ্টা একদেশের নাগরিক আর আদিষ্ট বা স্বীকৃতিকারী অন্যদেশের নাগরিক। বৈদেশিক বিনিময় বিল সাধারণতঃ তিন কপি প্রস্তুত করা হয়। বিলের তিনটি কপি আদিষ্টের নিকট বিভিন্ন উপায়ে প্রেরণ করা হয়। যেন, অন্ততঃ একটি বিল আদিষ্টের নিকট পৌঁছায় এবং বিল পরিশোধে বিলম্ব না হয়। তিন কপি বিলের যে কোন একটি পরিশোধিত হলে বাকীগুলি তখনই বাতিল বলে গণ্য হয়।

(খ) মেয়াদভিত্তিক বিল ঃ মেয়াদের ভিত্তিতে বিনিময় বিলকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়।

যথা ঃ (১) মেয়াদী বিল (২) চাহিবামাত্র দেয় বিল (৩) দর্শনী বিল

১. **মেয়াদী বিল (Time Bill) ঃ** যে বিলের টাকা নির্দিষ্ট সময় পর পরিশোধ করতে হয় তাকে মেয়াদী বিল বলে। অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ এ জাতীয় বিল ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। মেয়াদী বিল আবার তারিখ অন্তে মেয়াদী ও দর্শন অন্তে মেয়াদী এই দুই রকম হতে পারে।

২. **চাহিবামাত্র দেয় বিল (Demand Bill) ঃ** যে বিনিময় বিলের টাকা চাহিবামাত্র আদিষ্ট বা স্বীকৃতিকারী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রাপককে পরিশোধ করা হয় তাকে চাহিবামাত্র দেয় বিল বলে। সাধারণতঃ কোন বিলে টাকা পরিশোধের সময় উল্লেখ না থাকলে তা 'চাহিবামাত্র দেয় বিল' বলে গণ্য হয়। এ বিলে 'চাহিবামাত্র বা আদেশানুসারে' কথাটি লেখা থাকে।

৩. **দর্শনী বিল (Bill of Sight) ঃ** যে বিনিময় বিল দেখা মাত্র এর আদিষ্ট বা স্বীকতিকারী সংশ্লিষ্ট প্রাপককে বিলের টাকা পরিশোধে বাধ্য থাকে তাকে দর্শনী বিল বলে। এ বিলে 'দর্শনমাত্র প্রদান করুন' কথাটি উল্লেখ থাকে।

(গ) দলিল ভিত্তিক বিল ঃ দলিল পত্র সংযোজনের ভিত্তিতে বিনিময় বিল দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা - (১) দলিলী বিল (২) দলিল বিহীন বিল।

১. **দলিলী বিল (Documentary Bill) ঃ** যে বিনিময় বিলের সাথে চালানী রসিদ বীমাপত্র ও বহনপত্র ইর্ত্যাদি বৈদেশিক বাণিজ্যের দলিলপত্র যুক্ত করা হয়, তাকে দলিলী বিল বলে। সাধারণতঃ বৈদেশিক বাণিজ্যে দলিলী বিল ব্যবহৃত হয়।

২. **দলিলবিহীন বিল (Clean Bill) ঃ** যে বিনিময় বিলের সাথে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত কোন দলিলপত্র সংযোজিত থাকে না তাকে দলিলবিহীন বিল বলে। অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দলিল বিহীন বিল ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) উদ্দেশ্যভিত্তিক বিল ঃ ব্যবসার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিনিময় বিল দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা - (১) বাণিজ্যিক বিল (২) অর্থসংস্থানকারী বিল।

১. **বাণিজ্যিক বিল (Trade Bill) ঃ** অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির জন্য যে বিনিময় বিল প্রস্তুত ও ব্যবহার করা হয় তাকে বাণিজ্যিক বিল বলে। এ বিল চাহিবা মাত্র বা মেয়াদী হতে পারে। অধিকাংশ বিলই বাণিজ্যিক বিল।

২. **অর্থসংস্থানকারী বিল (Accomodation Bill) ঃ** কোনরূপ মূল্যের বিনিময় ব্যতীত কেবলমাত্র সাময়িক ও পারস্পরিক অর্থসংস্থানের জন্য উভয়পক্ষের সমঝোতায় যে বিল ব্যবহার করা হয় তাকে অর্থসংস্থানকারী বা উপযোগ বিল বলে। এতে কার্যতঃ কেউ দেনাদার ও পাওনাদার থাকে না। বিল স্বীকৃত হওয়ার পর ব্যাংক থেকে বাট্টাকরণ করা হয় এবং প্রাপ্ত অর্থ উভয় পক্ষ কাজে লাগায়। মেয়াদ শেষে ব্যাংক কর্তৃক উপস্থাপিত বিল পরিশোধ করা হয়।

(ঙ) হিসাবভিত্তিক বিল ঃ হিসাবের ভিত্তিতে বিনিময় বিল দু'প্রকার

যথা - (১) প্রাপ্য বিল (২) প্রদেয় বিল।

১. **প্রাপ্য বিল (Bills Receivable) ঃ** যে বিনিময় বিলের টাকা মেয়াদ শেষে পাওয়া যায় তাকে প্রাপ্য বিল বলে। কোন বিনিময় বিলের আদেষ্টা বা প্রাপ্ত বা অনুমোদিত প্রাপক বা ধারক ঐ বিলের টাকা প্রাপ্ত হন বিধায় বিলখানি তার নিকট প্রাপ্য বিল বলে গণ্য হবে।

২. **প্রদেয় বিল (Bills Payable) ঃ** যে বিনিময় বিলের মেয়াদ শেষে টাকা প্রদান করতে হয় তাকে প্রদেয় বিল বলে। সাধারণতঃ বিলের আদিষ্ট বা স্বীকৃতিকারীকে বিলের অর্থ পরিশোধ করতে হয়। সুতরাং আদিষ্ট বা স্বীকৃতিকারীর নিকট বিলখানা প্রদেয় বিল বলে গণ্য হবে।

(চ) প্রস্তুতভিত্তিক বিল ঃ প্রস্তুত প্রণালীর ভিত্তিতে বিনিময় বিল দু'ভাগ করা যায়।

যথা - (১) সম্পূর্ণ বিল (২) অসম্পূর্ণ বিল।

১. **সম্পূর্ণ বিল (Complete Bill) ঃ** বিনিময় বিল তৈরীর যাবতীয় নিয়ম মেনে যথাযথভাবে যে বিল প্রস্তুত করা হয় তাকে সম্পূর্ণ বিল বলে। যথাযথভাবে প্রস্তুতকৃত আদেষ্টা কর্তৃক স্বাক্ষরিত, স্ট্যাম্পযুক্ত ও আদিষ্ট কর্তৃক স্বীকৃত বিলকে সম্পূর্ণ বিল বলা যায়।

২. **অসম্পূর্ণ বিল (Incomplete Bill) ঃ** যে বিল প্রস্তুতের সময় এর এক অথবা একাধিক অপরিহার্য উপাদান অন্তর্ভূক্ত হতে বাদ পড়ে যায় তাকে অসম্পূর্ণ বিল বলে। বস্তুতঃ অসম্পূর্ণ বিল স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়ে যায়। তাই একে কোন বিনিময় বিল বলা যায় না। এটা একটা বাতিলকৃত বিল মাত্র।

(ছ) অন্যান্য বিল ঃ উপরের বিলগুলো ছাড়াও আরো কয়েক প্রকার বিল দেখা যায়। যা নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

১. **বাহকের বিল (Bearer Bill) ঃ** যে বিনিময় বিলের টাকা এর বাহককে পরিশোধ করতে হয় তাকে বাহকের বিল বলে। মেয়াদ শেষে এরূপ বিল যে আদিষ্টের নিকট উপস্থাপন করে আদিষ্ট তাকেই বিলের টাকা প্রদান করে থাকে। এরূপ বিল হস্তান্তর করতে অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

২. **নিবেশিত বিল (Domiciled Bill) ঃ** যে বিনিময় বিলের টাকা স্বীকৃতিকারী তার ব্যবসাস্থল বা বাসগৃহ ছাড়া অন্য কোন স্থানে পরিশোধ করতে স্বীকৃতি দেয় তাকে নিবেশিত বিল বলে। এরূপ ক্ষেত্রে আদেষ্টা বা স্বীকৃতিকারী পরিশোধের স্থান বিলের গায়ে লিখে দিতে পারে।

৩. **দ্ব্যর্থবোধক বিল (Ambiguous Bill) ঃ** ভাষা সুস্পষ্ট না হওয়ার জন্য যে বিল বিনিময় বিল না অঙ্গীকারপত্র তা বুঝা যায় না তাকে দ্ব্যথবোধক বা অনিশ্চিত বিল বলে। এরূপ বিলের ক্ষেত্রে ধারক নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিল বা অঙ্গীকারপত্র যে কোন একটি দলিল হিসাবে গণ্য করতে পারে।

৪. **ভুয়া বিল (Fictitious Bill) ঃ** কোনো বিলে আদেষ্টা, আদিষ্ট, স্বীকৃতিকারী বা প্রাপক ভুয়া বলে প্রমাণিত হলে, তাকে ভুয়া বিল বলে। সরল বিশ্বাসে মালিকানা প্রাপ্ত এরূপ বিলের ধারক বিলটির বৈধ স্বত্বের অধিকারী হবে।

সারসংক্ষেপঃ

বিনিময় বিল অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া, বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়, অর্থ স্থানান্তর, অর্থ সংস্থান, দেনা পরিশোধ, ঋণের প্রমাণ, হস্তান্তর, নবায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের সুবিধা প্রদান করে। বিনিময় বিল, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। বিভিন্ন প্রকার বিনিময় বিলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক, মেয়াদী, দর্শনা, দলিলী, বাণিজ্যিক, অর্থসংস্থানকারী, প্রাপ্য ও প্রদেয় বিল প্রধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

১। বিনিময় বিলের গুরুত্ব হলো-
(i) দেনা পাওনা নিস্পত্তি করা (ii) অর্থের যোগান (iii) বৈদেশিক বাণিজ্যে
(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। অর্থসংস্থানকারী বিলের অপর নাম কি?
(ক) উপযোগ (খ) সাইট বিল (গ) পরিশোধিত বিল (ঘ) মেয়াদি বিল

৩। সময়ভিত্তিক বিনিময় বিল কত প্রকার?
(ক) ৪টি (খ) ৩টি (গ) ২ টি (ঘ) ৫টি

৪। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে পরিশোধিত বিনিময় বিল কি?
(ক) মেয়াদি বিল (খ) চাহিদামাত্র বিল (গ) অভ্যন্তরীন বিল (ঘ) নিবেশিত বিল

৫। কোন ক্ষেত্রে বিনিময় বিল গুরুত্বপূর্ণ?
ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে খ. বৈদেশিক বাণিজ্যে
গ. অর্থ সংস্থান ঘ. সবগুলোই।

৬। কোন ক্ষেত্রে বিনিময় বিল গুরুত্বপূর্ণ নয়?
ক. অর্থ প্রেরণের ঝুঁকি ও ব্যয় হ্রাসে খ. মাথা পিছু আয় বৃদ্ধিতে
গ. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ঘ. জীবন যাত্রা মান উন্নয়নে।

৭। কোন্‌টি বিনিময় বিলের সুবিধা?
ক. অল্প মূলধনে ব্যবসার সুযোগ খ. ঋণ পরিশোধ সহজ হয়
গ. নগদ অর্থে রূপায়ন করা যায় ঘ. সবগুলোই।

৮। কোন্‌টি বিনিময় বিলের সুবিধা নয়?
ক. দেনার প্রমান খ. বিলের অবসায়ন
গ. বিল বাতিল করণ ঘ. বিলের নবায়ন

৯। কোন্‌টি সঠিক নয়?
ক. বিল ভাঙ্গিয়ে অর্থ উপার্জন করা যায় খ. বিল বাট্টাকরণ করে অর্থ সংস্থান করা যায়
গ. বিলের মাধ্যমে লেনদেনের ভুল ও প্রতারনা হ্রাস করা যায় ঘ. বিল বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

১০। কোন্‌টির ভিত্তিতে বিনিময় বিলের শ্রেণীবিভাগ করা হয়?
ক. অবস্থান খ. মেয়াদ
গ. উদ্দেশ্য ঘ. সবগুলোই।

১১। কোন্‌টি বিনিময় বিলের প্রকার নয়?
ক. বাট্টাকৃত বিল খ. প্রাপ্য বিল
গ. বাণিজ্যিক বিল ঘ. ভুয়া বিল।

১২। কোন্‌টি মেয়াদ ভিত্তিক বিনিময় বিল নয়?
ক. বাহকের বিল খ. দর্শনী বিল
গ. চাহিবামাত্র বিল ঘ. মেয়াদী বিল।

রচনামুলক প্রশ্ন

১. বিনিময় বিলের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. বিনিময় বিলের সুবিধাগুলি কি কি? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।
৩. বিভিন্ন প্রকার বিনিময় বিলের বর্ণনা দিন।

পাঠ-১.৩ চেক ও বিনিময় বিলের এবং বিনিময় বিল ও অঙ্গীকার পত্রের পার্থক্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ☞ চেক কি তা বলতে পারবেন
- ☞ চেক ও বিনিময় বিলের পার্থক্য করতে পারবেন
- ☞ অঙ্গীকার পত্র কি তা বলতে পারবেন
- ☞ বিনিময় বিল ও অঙ্গীকার পত্রের পার্থক্য করতে পারবেন।

চেক ও বিনিময় বিলের পার্থক্য ঃ

চেক ও বিনিময় বিল উভয়ই লিখিত, প্রস্তুতকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও শর্তহীন হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল। উভয় দলিলই যাবতীয় ব্যবসায়িক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। দলিল দুটির মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকা সত্ত্বেও অনেক মৌলিক পার্থক্যও দেখা যায়। নিম্নে চেক বিনিময় বিলের পার্থক্য বর্ণনা করা হল ঃ

ক্রম নং	পার্থক্যের বিষয়	চেক	বিনিময় বিল
১	সংজ্ঞা	প্রস্তুতকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত যে মুদ্রিত দলিলে আমানতকারী কোন ব্যক্তি বা বাহককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য ব্যাংকের প্রতি লিখিত ও শর্তহীন আদেশ দেয় তাকে চেক বলে।	প্রস্তুতকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত যে লিখিত দলিলে কোন ব্যক্তিকে বা বাহককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ভবিষ্যত কোন তারিখে প্রদানের জন্য শর্তহীন আদেশ দেয়া হয় তাকে বিনিময় বিল বলে।
২	প্রস্তুতকরণ	ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট ছাপানো ফরমে চেক প্রস্তুত করা হয়।	ব্যবসায়ীর ছাপানো বিল ফরমে বা সাদা কাগজে বিনিময় বিল প্রস্তুত করা হয়।
৩	আদেষ্টা ও আদিষ্ট	আদেষ্টা আমানতকারী এবং আদিষ্ট ব্যাংক।	আদেষ্টা পাওনাদার এবং আদিষ্ট দেনাদার।
৪	প্রস্তুতকারী	আমানতকারী চেক কাটতে পারে।	পাওনাদার বিনিময় বিল প্রস্তুত করে।
৫	স্বাক্ষর	শুধু আমানতকারী বা আদেষ্টার স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়।	আদেষ্টা ও আদিষ্ট বা স্বীকৃতিকারীর স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়।
৬	স্বীকৃতি	চেকে কোন স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না।	বিলে আদিষ্ট বা তার প্রতিনিধির স্বীকৃতি প্রয়োজন।
৭	কপি	কেবল মাত্র এক কপি প্রস্তুত করা হয়।	একাধিক কপি প্রস্তুত করা হয়। বৈদেশিক বিনিময় বিল তিন কপি প্রস্তুত করা হয়।
৮	স্ট্যাম্প	আমাদের দেশে চেকে কোন স্ট্যাম্প লাগাতে হয় না।	মেয়াদী বিলে মূল্যানুসারে স্ট্যাম্প লাগাতে হয়।
৯	সংশ্লিষ্ট পক্ষ	এতে তিনটি পক্ষ থাকে। যথা - আদেষ্টা, আদিষ্ট ও প্রাপক।	এতে চারটি পক্ষ থাকে। যথা - আদেষ্টা, আদিষ্ট, স্বীকৃতিকারী ও প্রাপক।
১০	অনুমোদন	হুকুম চেক অনুমোদনের মাধ্যমে হস্তান্তর হলেও বাহকের চেক অনুমোদন ছাড়াই হস্তান্তর হয়।	সাধারণতঃ বিনিময় বিল অনুমোদনের মাধ্যমে হস্তান্তর হয় ।
১১	বাট্টাকরণ	চেক কখনও বাট্টাকরণ করা যায় না।	মেয়াদী বিল মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বাট্টাকরণ ও পূণঃ বাট্টাকরণ করা যায়।
১২	অনুগ্রহ দিবস	কোন অনুগ্রহ দিবসের ব্যবস্থা নেই এবং প্রয়োজন হয় না।	মেয়াদী বিলের অর্থ পরিশোধের জন্য আদিষ্টকে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরও তিন দিন অতিরিক্ত সময় দেয়া হয় যাকে অনুগ্রহ দিবস বলে।
১৩	নবায়ন	চেক নবায়নের কোন বিধান নেই।	মেয়াদ শেষে আদিষ্ট অর্থ পরিশোধে অপারগ হলে আদেষ্টার সম্মতিতে বিলের নবায়ন করা যায়।

১৪	কার্যক্ষেত্রে	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এর ব্যবহার ও কার্যক্ষেত্র সীমিত।	অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিনিময় বিলের কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত।
১৫	পরিশোধ	কোন ত্রুটি না থাকলে চাহিবামাত্র ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়।	দর্শনী বিলের ক্ষেত্রে চাহিবামাত্র এবং মেয়াদী বিলের ক্ষেত্রে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর পরিশোধিত হয়।
১৬	উদ্দেশ্য	নগদ অর্থ লেনদেনের ঝামেলা কমানোর জন্য চেক ব্যবহার করা হয়।	বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার জন্য বিল ব্যবহার করা হয়।
১৭	দাগকাটা	অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য চেকে দাগকাটার বিধান আছে।	বিনিময় বিলে নিরাপত্তার জন্য দাগকাটার কোন বিধান নাই।
১৮	নোট ও প্রতিবাদকরণ	চেক অমর্যাদা হলে নোট ও প্রতিবাদকরণের প্রয়োজন হয় না।	বিল অমর্যাদা হলে নোটও প্রতিবাদকরণ প্রয়োজন হয়।
১৯	ব্যবহারকারী	সব পেশার মানুষ চেক ব্যবহার করে।	শুধুমাত্র ব্যবসায়ী বিল ব্যবহার করে।
২০	রেফারি	প্রয়োজনে রেফারির নাম উল্লেখ চেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।	প্রয়োজনে রেফারি হিসাবে তৃতীয় পক্ষের নাম বিলে অন্তর্ভূক্ত করার বিধান আছে।

বিনিময় বিল ও অঙ্গীকার পত্রের মধ্যে পার্থক্য ঃ

বিনিময় বিল ও অঙ্গীকার পত্র উভয়ই হস্তান্তরযোগ্য শর্তহীন ও লিখিত ঋণ দলিল যা চাহিবামাত্র বা নির্দিষ্ট সময় পর পরিশোধিত হয়। সাধারণতঃ উভয় দলিল যে কোন কাগজে প্রস্তুত করা যায় এবং বাট্টাকরণ করা যায়। তথাপি উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ দেখা যায় ঃ

ক্রম নং	পার্থক্যের বিষয়	বিনিময় বিল	অঙ্গীকার পত্র
১	সংজ্ঞা	বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য বিক্রেতা কর্তৃক প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত যে দলিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন ব্যক্তিকে বা বাহককে নির্দিষ্ট সময় পর প্রদানের শর্তহীন আদেশ দেয়া হয় যা ক্রেতা কর্তৃক স্বীকৃত ও পরিশোধিত হয় তাকে বিনিময় বিল বলে।	প্রস্তুতকারক কর্তৃক লিখিত ও স্বাক্ষরিত যে দলিলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কোন ব্যক্তিকে বা বাহককে প্রদানের শর্তহীন প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার থাকে তাকে অঙ্গীকার পত্র বলে।
২	প্রস্তুতকারক	সাধারণতঃ পাওনাদার কর্তৃক দেনাদারের উপর প্রস্তুত করে।	দেনাদার পাওনাদারের জন্য এটি প্রস্তুত করে।
৩	উদ্দেশ্য	বাকীতে লেনদেনের সুযোগ দিয়ে সাময়িক অর্থ সংস্থান এবং মেয়াদ শেষে অর্থ আদায়ের নিশ্চয়তা বিধান।	নগদ বা পণ্য ঋণ সংস্থান এবং মেয়াদ শেষে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান।
৪	স্বীকৃতি	আদিষ্ট বা তার প্রতিনিধির স্বীকৃতি অত্যাবশ্যক।	আলাদা কোন স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না। কারণ অঙ্গীকার পত্রটিই একটি স্বীকৃতি।
৫	সংশ্লিষ্ট পক্ষ	সাধারণতঃ চারটি পক্ষ থাকে- আদেষ্টা, আদিষ্ট, স্বীকৃতিকারী ও প্রাপক।	সাধারণত দুটি পক্ষ থাকে- প্রতিশ্রুতি দাতা ও প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা।
৬	কপি	বৈদেশিক বিনিময় বিল তিন কপি প্রস্তুত করা হয়।	এটি এক কপি প্রস্তুত করা হয়।
৭	কার্যক্ষেত্রে	এর কার্যক্ষেত্র দেশে ও বিদেশে বিস্তৃত।	এর কার্যক্ষেত্র দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
৮	অনুগ্রহ দিবস	মেয়াদ পূর্তির পরও তিন দিন অনুগ্রহ দিবস মঞ্জুর করা হয়।	কোন অনুগ্রহ দিবস মঞ্জুর করা হয় না।
৯	নথিভূক্ত ও প্রতিবাদ ফরম	এটি অমর্যাদা হলে ধারক কর্তৃক নথিভূক্ত ও প্রতিবাদকরণ করতে হয়।	অমর্যাদা হলে নথিভূক্ত ও প্রতিবাদকরণ করা হয় না।
১০	প্রয়োজনে রেফারি	দেনা-পাওনা মিটানোর জন্য প্রয়োজনে রেফারি থাকতে পারে।	রেফারি থাকার নিয়ম নেই।

সারসংক্ষেপঃ

আমানতকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও লিখিত ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত ও ছাপানো যে দলিলে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বাহককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তহীন আদেশ দেয়া হয় তাকে চেক বলে। আর পাওনাদার বা বিক্রেতা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও স্বাক্ষরিত যে দলিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন ব্যক্তি বা বাহককে প্রদানের জন্য ক্রেতার প্রতি শর্তহীন আদেশ দেয়া হয় তাকে বিনিময় বিল বলে। অপরদিকে, নগদ বা পণ্য ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও স্বাক্ষরিত যে দলিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা বাহককে প্রদানের শর্তহীন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে অঙ্গীকার পত্র বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করা হয় তাকে কি বলে?
(ক) বিনিময়বিল (খ) চেক (গ) অঙ্গিকারপত্র (ঘ) প্রমাণপত্র

২। কোন হস্তান্তর যোগ্য দলিলে দাগ কাটা হয়-
(i) চেক (ii) অঙ্গিকারপত্র (iii) ক্রস চেক
(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। বিনিময় বিল পরিশোধের জন্য মেয়াদপূর্তীর পরও তিন দিন সময়কে কি বলে?
(ক) বাট্যাকরণ সময় (খ) পরিশোধের পরবর্তী সময় (গ) অতিরিক্ত সময় (ঘ) অনুগ্রহ দিবস

৪। অঙ্গীকার পত্রের কয়টি পক্ষ?
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৫। আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংকের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদানের শর্তহীন আদেশ পত্রকে বলে -
ক. বিনিময় বিল খ. অঙ্গীকার পত্র গ. চেক ঘ. কোনটিই নয়।

৬। কোন্‌টি সঠিক?
ক. কেবলমাত্র ব্যাংকের উপর চেক কাটা যায় খ. ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো ও সরবরাহকৃত ফরমে চেক লিখতে হয়
গ. কেবলমাত্র আমানতকারীই চেক কাটতে পারে ঘ. সবগুলোই।

৭। চেকের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয়?
ক. স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না খ. আদেষ্টার স্বাক্ষর প্রয়োজন হয় না
গ. বাট্টাকরণ করা যায় নাঘ. আমাদের দেশে স্ট্যাম্প লাগাতে হয় না।

৮। কোন্ ক্ষেত্রে চেক ও বিনিময় বিল একই রকম -
ক. হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল খ. শর্তহীন আদেশ নামা গ. প্রস্তুতকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত ঘ. সবক্ষেত্রেই।

৯। কোন্‌টি চেক ও বিনিময় বিলের পার্থক্যের বিষয
ক. স্বাক্ষর খ. পক্ষ গ. স্ট্যাম্প ঘ. সবগুলোই।

১০। যে দলিলে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বাহককে অর্থ প্রদানের শর্তহীন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। তাকে বলে -
ক. চেক খ. অঙ্গীকার পত্র গ. বিনিময় বিল ঘ. কোনটিই নয়।

১১। কোন্‌টি বিনিময় বিল ও অঙ্গীকার পত্রের মধ্যে পার্থক্যের বিষয় নয়-
ক. হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল খ বাট্টাকরণ.
গ. প্রস্তুতকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত ঘ. সবগুলোই।

১২। কোন্‌টি বিনিময় বিল ও অঙ্গীকার পত্রের মধ্যে পার্থক্যের বিষয় -
ক. প্রস্তুতকারক খ. স্বীকৃতি গ. পক্ষ ঘ. বাট্টাকরণ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চেক বলতে কি বুঝায়? চেক এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
২. চেক ও বিনিময় বিলের পার্থক্য বর্ণনা করুন।
৩. অঙ্গীকার পত্র কি? এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৪. বিনিময় বিল ও অঙ্গীকার পত্রের পার্থক্য নির্দেশ করুন।

পাঠ-১.৪ বিনিময় বিলের স্বীকৃতি ও অনুমোদন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ বিনিময় বিলের স্বীকৃতি কি তা বলতে পারবেন
- ☞ স্বীকৃতির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ বিনিময় বিলের অনুমোদন বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ☞ বিভিন্ন প্রকার অনুমোদনের বর্ণনা দিতে পারবেন।

বিনিময় বিলের স্বীকৃতি

'স্বীকৃতি' শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্বীকার করা বা মেনে নেয়া স্বাধীন সম্মতি দেয়া। বিনিময় বিলের স্বীকৃতি বলতে আদেষ্টা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিলের টাকা মেয়াদ শেষে পরিশোধ করা হবে এ মর্মে আদিষ্ট বা তার প্রতিনিধির স্বাধীন ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত সম্মতিসূচক স্বাক্ষর প্রদানকে বুঝায়। বিনিময় বিল দেনাদার বা আদিষ্ট কর্তৃক স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত ঋণ দলিলে পরিণত হয় না বা আদিষ্ট অর্থ প্রদানে আইনত বাধ্য হয় না। তাই পাওনাদার বা আদেষ্টা বিল প্রস্তুত করে স্বীকৃতির জন্য দেনাদার বা আদিষ্টের নিকট উপস্থাপন করে। আদিষ্ট বা তার প্রতিনিধি বিলের শর্তসমূহ মেনে নিয়ে বিলে স্বাক্ষর দিয়ে বিলের অর্থ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করে। একে বিলের স্বীকৃতি দান বলা হয়। আদিষ্ট বা তার প্রতিনিধি 'স্বীকৃতি' শব্দটি লিখে বা না লিখে স্বাক্ষর করলেই স্বীকৃতি দান হয়ে যায়। স্বীকৃতি প্রদানের পর বিলটি আদিষ্ট আদেষ্টার নিকট ফেরত পাঠায়। বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দানের পর সংশ্লিষ্ট আদিষ্টকে 'স্বীকৃতিকারী' বলা হয়। উল্লেখ্য, চাহিবামাত্র দেয় বিলে স্বীকৃতি প্রয়োজন হয় না। সুতরাং পাওনাদার বা আদেষ্টা মেয়াদী বিল প্রস্তুত করে দেনাদার বা আদিষ্টের নিকট স্বীকৃতির জন্য উপস্থাপন করে আদিষ্ট বা তার প্রতিনিধি বিলের শর্ত মেনে দায় পরিশোধে সম্মত হয়ে বিলের উপর 'স্বীকৃত' শব্দটি লিখে বা না লিখে স্বাক্ষর প্রদান করলে এরূপ সম্মতিকে স্বীকৃতি প্রদান বলে।

বিনিময় বিল স্বীকৃতির প্রকারভেদ

বিনিময় স্বীকৃতি দু'প্রকার হয়ে থাকে। যথা ঃ (১) সাধারণ স্বীকৃতি ও (২) শর্তসাপেক্ষ স্বীকৃতি।

১. **সাধারণ স্বীকৃতি (General Acceptance) ঃ** যদি আদিষ্ট বিনিময় বিলের কোন শর্ত পরিবর্তন না করে বা অতিরিক্ত কোন শর্ত সংযোজন না করে আদেষ্টা কর্তৃক প্রস্তুত বিলের নির্দেশাবলী সম্পূর্ণরূপে মেনে নিয়ে উক্ত বিলে স্বীকৃতি প্রদান করে তাহলে তাকে সাধারণ স্বীকৃতি বলে। সাধারণ স্বীকৃতির নমুনা ঃ

ক) আহমদ সাদিক
১২ ই আগষ্ট ২০১৬

খ) স্বীকৃত
আহমদ সাদিক
১২ ই আগষ্ট ২০১৬

গ) স্বীকৃত হলো
আহমদ সাদিক
১২ ই আগষ্ট ২০১৬

২. **সীমাবদ্ধ বা শর্তসাপেক্ষ স্বীকৃতি (Conditional Acceptance) ঃ** আদেষ্টা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিনিময় বিল যদি আদিষ্ট সকল শর্ত না মেনে এতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে তাহলে তাকে সীমাবদ্ধ বা শর্তসাপেক্ষ স্বীকৃতি বলে। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত শর্তাবলী সাধারণতঃ নিম্নের বিষয়ে হয়ে থাকে ঃ

ক) **শর্ত আরোপ সম্পর্কিত ঃ** স্বীকৃতি প্রদানের সময় আদিষ্ট যদি কোন শর্ত আরোপ করে তাহলে শর্ত আরোপিত স্বীকৃতি বলে। যেমন ঃ (i) চালানী রসিদ প্রাপ্তির পর পরিশোধ্য।
আহমদ সাদিক
১২ ই আগষ্ট ২০১৬

(ii) স্বীকৃত, তবে বহনপত্র প্রাপ্তির পর পরিশোধ্য।
আহমদ সাদিক
১২ আগষ্ট ২০১৬

খ) **সময় সম্পর্কিত ঃ** যদি আদিষ্ট বিলে উল্লেখিত সময় পরিবর্তন করে স্বীকৃতি প্রদান করে তাহলে তাকে সময় সম্পর্কিত শর্তসাপেক্ষ স্বীকৃতি বলে। যেমন ঃ তিন মাস পরে দেয় বিল চার মাস পর দেয়া হবে বলে স্বীকৃতি

(i) স্বীকৃত, চার মাস পরে পরিশোধ্য

গ) **স্থান সম্পর্কিত ঃ** আদিষ্ট যদি কোন নির্দিষ্ট স্থানে বিলের অর্থ পরিশোধ করবে বলে স্বীকৃতি দেয়, তবে সেটি স্থান সম্পর্কিত শর্তসাপেক্ষ স্বীকৃতি।

যেমন ঃ জনতা ব্যাংক, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় পরিশোধ্য।
আহমদ সাদিক
১২ ই আগষ্ট ২০১৬

ঘ) **পক্ষ সম্পর্কিত ঃ** যদি একটি বিলে একাধিক আদিষ্ট থাকে এবং সকলের পক্ষে এক বা একাধিক ব্যক্তি স্বীকৃতি প্রদান করে তবে ঐ স্বীকৃতিকেই পক্ষ সম্পর্কিত শর্ত সাপেক্ষ স্বীকৃতি বলে। যেমন ঃ শফিক, রফিক, নাকিব, সাদিক, নাইম - সকলেই আদিষ্ট পক্ষে সাদিক স্বীকৃতি দিল।

স্বীকৃত, সকলের পক্ষে
সাদিক
১২ আগষ্ট ২০১৬

ঙ) **আংশিক স্বীকৃতি ঃ** যে স্বীকৃতির মাধ্যমে আদিষ্ট বিনিময় বিলের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ না করে আংশিক প্রদানে সম্মত হয় তাকে আংশিক স্বীকৃতি বলে। যেমন ঃ ১০,০০০ টাকার বিলের মধ্যে ৮,০০০ টাকা প্রদানে সম্মত।

মাত্র ৮,০০০ টাকা প্রদানের সম্মত
আহমদ সাদিক
১২ আগষ্ট ২০১৬

সম্মানার্থে স্বীকৃতি

কোন বিনিময় বিলে আদিষ্ট বা তার প্রতিনিধি স্বীকৃতি প্রদানে অস্বীকার করলে যথাযথ নথিভূক্ত ও প্রতিবাদ করার পর আদেষ্টা বা যে কোন পক্ষের সম্মানে তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রয়োজনবোধে রেফারি বিলে স্বীকৃতি প্রদান করলে তাকে সম্মানার্থে স্বীকৃতি বলে।

বিনিময় বিলের অনুমোদন

হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে বিনিময় বিলের পিছনে স্বাক্ষর করাকে সাধারণভাবে অনুমোদন বলে। বাংলাদেশে প্রযোজ্য ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল আইনের ১৫ ধারায় অনুমোদন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিলের প্রস্তুতকারক বা ধারক দলিলটি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে এর পিছনে বা সংলগ্ন পৃথক (পুচ্ছ) কাগজে স্বাক্ষর করে তখন তাকে অনুমোদন বলে। যে এরূপ স্বাক্ষর প্রদান করে তাকে অনুমোদনকারী এবং হস্তান্তর গ্রহীতাকে অনুমোদিত প্রাপক বলে।
বিনিময় বিল একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল। সুতরাং যে কোন ধারক তার পাওনাদারের অনুকুলে বিনিময় বিল অনুমোদন করে দেনা পরিশোধ করতে পারে। অনুমোদন বলে প্রাপ্ত বিলের মালিক বা ধারক উক্ত বিলের প্রাপক বলে গণ্য হয়। কোন বিল অনুমোদন করা হলে কোন অবস্থাতেই অনুমোদিত প্রাপক অনুমোদনকারী অপেক্ষা বিলের উত্তম মালিকানা লাভ করতে পারে না। অনুমোদিত প্রাপক বিলটি অন্য যে কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছা করলে অনুমোদন দ্বারা হস্তান্তর করতে পারে। এরূপ বিল প্রত্যাখ্যাত হলে অনুমোদনকারী অনুমোদিত প্রাপক কর্তৃক চাহিবামাত্র উদ্ভুত দায় পরিশোধে বাধ্য থাকে।

বিভিন্ন প্রকার অনুমোদন

বিনিময় বিল পদ্ধতি ও প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্নভাবে অনুমোদিত হতে পারে। নিম্নে অনুমোদনের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

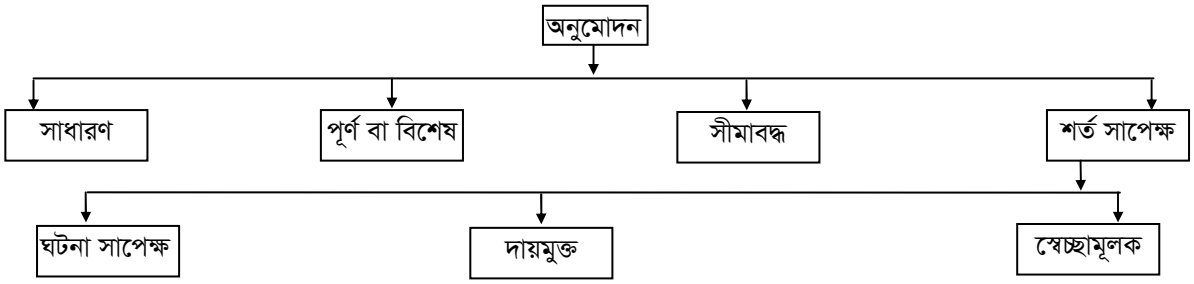

১. **সাধারণ অনুমোদন (General Endorsement) ঃ** হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল আইনের ১৬(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, অনুমোদনকারী দলিলে অন্য কিছু না লিখে শুধুমাত্র নিজের নাম স্বাক্ষর করলে তাকে সাধারণ বা ফাঁকা অনুমোদন বলে। এ ধরণের অনুমোদনের ফলে উক্ত বিনিময় বিলের বাহকই এর প্রাপক রূপে গণ্য হয়। যেমন ঃ

আহমদ আব্দুল্লাহ
১২ ই আগষ্ট ২০১৬

২. **বিশেষ বা পূর্ণ অনুমোদন (Special or Full Endorsement) ঃ** অনুমোদনকারী বিনিময় বিলে, উল্লেখিত অর্থ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তার আদেশানুসারে প্রদানের নির্দেশ দিয়ে স্বাক্ষর করলে তাকে বিশেষ বা পূর্ণ অনুমোদন বলে।
যেমন ঃ সামিকে অথবা তার আদেশানুসারে প্রদান করুন। আহমদ আব্দুল্লাহ
১২ ই আগষ্ট ২০১৬

৩. **সীমাবদ্ধ অনুমোদন (Restrictive Endorsement) ঃ** অনুমোদনকারী পুনরায় অনুমোদন সীমাবদ্ধ করে কেবলমাত্র স্বত্ত্ব গ্রহীতাকে বিলের অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়ে স্বাক্ষর করলে তাকে সীমাবদ্ধ অনুমোদন বলে। এরূপ অনুমোদনের ফলে বিলটি অন্য কারো অনুকুলে হস্তান্তর করা যায় না। যেমন ঃ "কেবলমাত্র আহমদ মুসাকে প্রদান করুন"

আহমদ আব্দুল্লাহ
১৩ ই আগষ্ট ২০১৬

৪. **শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন (Conditional Endorsement) ঃ** বিনিময় বিল যদি কোন শর্ত বা আদেশ যুক্ত করে অনুমোদন করা হয় তাহলে তাকে শর্ত সাপেক্ষ অনুমোদন বলে। এর ফলে অনুমোদনকারীর দায় সীমাবদ্ধ করা হয়। নিম্নের পদ্ধতিতে সাধারণত শর্ত সাপেক্ষ অনুমোদন করা হয় ঃ

(ক) ঘটনা সাপেক্ষ অনুমোদন ঃ কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হলে এরূপ অনুমোদন কার্যকর হয়। অর্থাৎ এরূপ অনুমোদন কোন ঘটনা সংঘটনের উপর নির্ভরশীল। যেমন ঃ আবিদাকে বিবাহ করলে সামিকে প্রদান করুন।

আহমদ আব্দুল্লাহ
১৩ ই আগষ্ট ২০১৬

(খ) দায়মুক্ত অনুমোদন ঃ যখন অনুমোদনকারী বিনিময় বিল অনুমোদনের সময় অনুমোদিত প্রাপক বা সম্ভাব্য ভবিষ্যত অনুমোদিত প্রাপকগণের নিকট থেকে নিজেকে দায়মুক্ত রাখে, তখন একে দায়মুক্ত অনুমোদন বলে। এরূপ অনুমোদিত বিল পরবর্তীতে প্রত্যাখ্যাত হলে বিলের ধারক অনুমোদনকারীর নিকট অর্থ দাবী করতে পারে না। যেমন ঃ

"সামি অথবা আদেশানুসারে প্রদান করুন।"
আহমদ আব্দুল্লাহ (দায়মুক্ত)
১৩ ই আগষ্ট ২০১৬

(গ) স্বেচ্ছামুলক অনুমোদন ঃ অনুমোদনকারী স্বেচ্ছায় নিজের কিছু বা সকল অধিকার ত্যাগ করার কথা ব্যক্ত করে বিল অনুমোদন করলে তাকে স্বেচ্ছামূলক বা অধিকার ত্যাগ অনুমোদন বলে। বিনিময় বিল প্রত্যাখ্যাত হলে অনুমোদিত প্রাপক অনুমোদনকারীকে নোটিশ প্রদান করে। স্বেচ্ছামূলক অনুমোদন করা হলে আর নোটিশ দেওয়া হয় না। যেমন ঃ

"সামিকে বা আদেশানুসারে প্রদান করুন।"(অসম্মানে নোটিশ নিস্প্রয়োজন)
আহমদ আব্দুল্লাহ (দায়মুক্ত)
১৩ ই আগষ্ট ২০১৬

সারসংক্ষেপঃ

বিনিময় বিলের আদেষ্টা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিলের টাকা পরিশোধের শর্ত মেনে আদিষ্ট বা তার প্রতিনিধি সম্মতিসূচক স্বাক্ষর প্রদান করলে তাকে বিলের স্বীকৃতি বলে। স্বীকৃতি সাধারণ বা শর্ত সাপেক্ষ হতে পারে। বিনিময় বিলের ধারক হস্তান্তরের উদ্দেশ্য বিলের পিছনে বা সহযুক্ত (পুচ্ছ) কাগজে স্বাক্ষর করলে তাকে অনুমোদন বলে। অনুমোদন সাধারণ, বিশেষ, সীমাবদ্ধ বা শর্ত সাপেক্ষ হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বিনিময় বিলের অপরিহার্য শর্ত হলো-
(i) আদিষ্ট (ii) আদেষ্টা (iii) স্বীকৃতি
(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। বিনিময় বিলের স্বীকৃতি প্রধানত কত প্রকার?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৩। বিল হস্তান্তরের জন্য যে অনুমোদন করে তাকে কি বলে?
(ক) আদেষ্টা (খ) আদিষ্ট (গ) অনুমোদনকারী (ঘ) বিলদাতা

৪। অনুমোদন দ্বারা ধারক কর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তিকে বিলের অর্থ-
(i) প্রাপ্ত হওয়ার অধিকার বুঝায় (ii) পাওয়া বুঝায় (iii) পরিশোধ বুঝায়
(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। আদিষ্ট কর্তৃক বিনিময় বিলের শর্ত গ্রহণ করে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর প্রদানকে বলে -
ক. স্বাক্ষর খ. স্বীকৃতি
গ. অনুমোদন ঘ. কোনটিই নয়।

৬। বিনিময় বিলের আদিষ্ট কোন শর্ত পরিবর্তন না করে স্বীকৃতি প্রদান করলে তাকে বলে -
ক. সাধারণ স্বীকৃতি খ. শর্ত সাপেক্ষ স্বীকৃতি
গ. শর্তহীন স্বীকৃতি ঘ. কোনটিই নয়।

৭। বিনিময় বিলের আদিষ্ট শর্ত পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে স্বীকৃতি দিলে তাকে বলে -
ক. ফাঁকা স্বীকৃতি খ. সাধারণ স্বীকৃতি
গ. সীমাবদ্ধ স্বীকৃতি ঘ. কোনটিই নয়।

৮। কোন্‌টি শর্ত সাপেক্ষ স্বীকৃতির বিষয় -
ক. সময় সম্পর্কিত খ. স্থান পরিবর্তন
গ. পক্ষ সম্পর্কিত ঘ. সবগুলোই।

৯। বিনিময় বিল হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ধারক বিলের পিছনে স্বাক্ষর করলে তাকে বলে -
ক. বিনিময় বিলের স্বাক্ষর খ. বিনিময় বিলের স্বীকৃতি
গ. বিনিময় বিলের অনুমোদন ঘ. কোনটিই নয়।

১০। কোন্‌টি বিনিময় বিল অনুমোদনের প্রকারভেদ -
ক. সাধারণ খ. বিশেষ
গ. সীমাবদ্ধ ঘ. সবগুলোই।

১১। কোন শর্তযুক্ত করে অনুমোদন করলে তাকে বলে -
ক. সাধারণ অনুমোদন খ. বিশেষ অনুমোদন
গ. সীমাবদ্ধ অনুমোদন ঘ. শর্ত সাপেক্ষ অনুমোদন।

১২। নিম্নের কোন পদ্ধতিতে শর্ত সাপেক্ষ অনুমোদন হয় -
ক. ঘটন সাপেক্ষ খ. দায়মুক্ত
গ. স্বেচ্ছামূলক ঘ. সবগুলোই।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বিনিময় বিলের স্বীকৃতি বলতে কি বুঝায়? নমুনা উপস্থাপন করুন।
২. বিনিময় বিলের স্বীকৃতির প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।
৩. বিলের অনুমোদন কি? অনুমোদনের উদ্দেশ্য কি?
৪. বিলের অনুমোদনের বিভিন্ন প্রকার উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-১.৫ বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ, প্রত্যাখ্যান ও নবায়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ কি তা বলতে পারবেন
- ☞ বিনিময় বিলের প্রত্যাখ্যান সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন
- ☞ বিল প্রত্যাখ্যানের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ নথিভুক্তকরণ ও প্রতিবাদকরণ কি তা উল্লেখ করতে পারবেন
- ☞ বিনিময় বিল নবায়ন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ

বিনিময় বিল প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ব্যাংক বা বাট্টাকারী প্রতিষ্ঠান থেকে মেয়াদ পূর্তির আগে ভাঙ্গানোকে বিলের বাট্টাকরণ বলে। মেয়াদী বিলের টাকা পাওয়ার জন্য ধারক বা প্রাপককে মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কারণ, মেয়াদ পূর্তির আগে আদিষ্ট বা স্বীকৃতিকারী বিলের টাকা প্রদানে বাধ্য নয়। তাই মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে বিলের আদেষ্টা বা ধারকের টাকার প্রয়োজন হলে বিলটি ব্যাংক বা বাট্টাকারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কিছু কম মূল্যে বিক্রয় করা যায়। বিলের প্রকৃত মূল্য হতে যে পরিমাণ টাকা কম পাওয়া যায় তাকে বাট্টা কলে। আর বাট্টাকরণ থেকে প্রাপ্ত অর্থকে বলে বাট্টাকৃত মূল্য এবং এ জাতীয় বিক্রয়কে বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ বলে। বাট্টা বিলের আদেষ্টা বা ধারকের জন্য খরচ বা ক্ষতি, আর ব্যাংক বা বাট্টাকরণ প্রতিষ্ঠানের জন্য মুনাফা। প্রকৃতপক্ষে 'বাট্টা' বাট্টাকৃত তারিখ হতে মেয়াদ পূর্তির তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ বিশেষ। মেয়াদ শেষে ব্যাংক বিলের সম্পূর্ণ অর্থ আদিষ্ট বা স্বীকৃতিকারীর নিকট থেকে আদায় করে। বাট্টাকৃত বিলটি অবশ্য অন্য কোন ব্যাংক বা বাট্টাকারী প্রতিষ্ঠানে পূনঃ বাট্টাকরণ করা যায়। আদিষ্ট মেয়াদ শেষে বিলের অর্থ পরিশোধ না করলে ব্যাংক নথিভূক্ত ও প্রতিবাদকরণের কাজ সম্পাদনের পর আদেষ্টা বা ধারককে বিলটি ফেরত দিয়ে তার নিকট থেকে মূল্য আদায় করতে পারে।

অতএব বলা যায় যে, মেয়াদী বিনিময় বিলের ধারক বিলের মেয়াদপূর্তির আগে নগদ টাকার প্রয়োজনে যদি কোন ব্যাংক বা বাট্টাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কিছুটা কম মূল্যে বিলটি বিক্রি করে অর্থ সংস্থান করে তাহলে এই বিক্রয় প্রক্রিয়াকে বিলের বাট্টাকরণ বলে।

উদাহরণ ঃ সিয়াম সামির নিকট ৫০,০০০ টাকার পণ্য বাকীতে বিক্রি করে এবং এর মূল্য বাবদ তিন মাস মেয়াদী একখানা বিনিময় বিল প্রস্তুত করল। সামি বিলখানিতে স্বীকৃতিদানের পর সিয়াম বিলখানি ব্যাংকের নিকট ৪৯,৫০০ টাকায় বিক্রি করে। এখানে ৫০০ টাকা বাট্টা এবং ৪৯,৫০০ টাকা বাট্টাকৃত মূল্য। আর এই বিক্রয় প্রক্রিয়াকে বাট্টাকরণ বলে।

বিনিময় বিলের প্রত্যাখ্যান

স্বীকৃতি বা পরিশোধের জন্য বিনিময় বিল আদিষ্টের কাছে উপস্থাপন করা হলে স্বীকৃতি দান বা পরিশোধ না করা হলে তাকে বিলের প্রত্যাখ্যান বলে। বিনিময় বিল আদিষ্টের কাছে দুইবার উপস্থাপন করা হয়। একবার স্বীকৃতির জন্য আর একবার মেয়াদ শেষে পরিশোধের জন্য। আদিষ্ট যুক্তি সংগত সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি দান না করলে বা মেয়াদ শেষে পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করার পর অনুগ্রহ দিবসের মধ্যেও (মেয়াদ শেষে অতিরিক্ত তিনদিন) উক্ত বিলের অর্থ পরিশোধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে বা ব্যর্থ হলে তাকে বিনিময় বিলের প্রত্যাখান বলে।

বিনিময় বিলের প্রত্যাখ্যানের প্রকারভেদ

বিনিময় বিল নিম্নোক্ত দুই প্রকারে প্রত্যাখান হতে পারে ঃ

ক. **অস্বীকৃতিজনিত প্রত্যাখান (Dishonour by Non-Acceptance) ঃ** বিনিময় বিলের আদেষ্টা বা প্রস্তুতকারক স্বীকৃতি লাভের জন্য বিলটি আদিষ্ট বা তার প্রতিনিধির নিকট যথাসময়ে উপস্থাপন করলে আদেষ্টা বা তার প্রতিনিধি যদি যুক্তি সংগত সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি প্রদান না করে বা স্বীকৃতি প্রদানে বিরত থাকে তাহলে তাকে অস্বীকৃতিজনিত প্রত্যাখ্যান বলে। হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল আইন অনুযায়ী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বিল স্বীকৃত না হলে তাকে অস্বীকৃতিজনিত প্রত্যাখ্যান গণ্য করা হয়। অস্বীকৃতিজনিত প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে আদিষ্টকে বিলের পক্ষ বলে ধরা হয় না এবং বিল আইনগত বৈধতা পায় না। যেমন ঃ সামি ২,০০০ টাকার পণ্য বাকীতে বিক্রয় করে মূল্যের বিনিময়ে সিয়ামের বরাবর

একটি ৩ মাস মেয়াদী বিনিময় বিল প্রস্তুত করে সিয়ামের কাছে স্বীকৃতির জন্য প্রেরণ করে। সিয়াম ৪৮ ঘন্টার মধ্যে স্বীকৃতি প্রদানে বিরত থাকে। এক্ষেত্রে অস্বীকৃতিজনিত প্রত্যাখ্যান হয়েছে।

খ. **অপরিশোধজনিত প্রত্যাখ্যান (Dishonour by Non-Payment) ঃ** বিনিময় বিলের মেয়াদপূর্তিতে আদেষ্টা বা ধারক যথানিয়মে বিলের টাকা আদায়ের জন্য আদিষ্ট বা স্বীকৃতিকারীর নিকট বিল উপস্থাপন করলে যদি অনুগ্রহ দিবসের মধ্যেও আদিষ্ট বা স্বীকৃতিকারী পরিশোধ না করে বা পরিশোধে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে অপরিশোধজনিত প্রত্যাখ্যান বলে। বিলের ধারক এই প্রত্যাখ্যানজনিত ঘটনা নোটারী পাবলিকের নিকট নথিভুক্ত ও প্রতিবাদ করনের ব্যবস্থা করবে।

উদাহরণ ঃ আবির প্রস্তুতকৃত বিলে নিবিড় স্বীকৃতি দিলেও মেয়াদ পুর্তির পর নিবিড় পরিশোধে ব্যর্থ হয়। একে বিলের অপরিশোধজনিত প্রত্যাখ্যান বলে।

নথিভুক্তকরন ও প্রতিবাদকরন

বিনিময় বিল অস্বীকৃতি বা অপরিশোধের জন্য প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর বিলের ধারক প্রত্যাখ্যানের ঘটনা নোটারী পাবলিককে অবহিত করে এবং নোটারী পাবলিক তার রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করেন। নোটারী পাবলিক কর্তৃক বিনিময় বিলের প্রত্যাখ্যান জনিত ঘটনা রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করার কার্যক্রমকে নথিভুক্তকরন বলে। দেশীয় বিলের ক্ষেত্রে ২৪ঘন্টা ও বৈদেশিক বিলের ক্ষেত্রে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নথিভুক্তকরন করতে হয়। নথিভুক্তকরন ব্যয় ধারক কর্তৃক প্রদত্ত হয় পরবর্তীতে স্বীকৃতিকারীর নিকট থেকে আদায় করা হয়।

অস্বীকৃতি বা অপরিশোধজনিত প্রত্যাখ্যানে বিলের ধারক নোটারী পাবলিকের দ্বারা নথিভুক্তকরনের পর প্রমানস্বরূপ তার নিকট থেকে প্রত্যাখ্যানের তথ্যাদির একখানি সার্টিফিকেট গ্রহণ করে। এ সার্টিফিকেটকে প্রতিবাদ এবং সার্টিফিকেট গ্রহণ করাকে প্রতিবাদকরন বলা হয়। অভ্যন্তরীণ বিলের ক্ষেত্রে নথিভুক্তকরন যথেষ্ট। কিন্তু বৈদেশিক বিলের ক্ষেত্রে নথিভুক্ত ও প্রতিবাদকরন উভয়ই প্রয়োজন।

বিনিময় বিলের নবায়ন ও অবসায়ন ঃ

বিনিময় বিলের নবায়ন বলতে একটি অপরিশোধিত পুরাতন বিলের পরিবর্তে একটি নতুন বিল প্রদান করা বুঝায়। বিলের আদিষ্ট বা স্বীকৃতিকারী মেয়াদ পুর্তিতে অর্থ পরিশোধ করতে পারবে না মনে করলে বিলটি প্রত্যাখ্যান না করে ধারককে বিলখানি বাতিল করে তার পরিবর্তে বেশী দিন মেয়াদী পুরাতন বিল বাতিল করে নতুন বিল প্রস্তুত করে স্বীকৃতির জন্য পাঠাতে পারে। এভাবে ধারক ও স্বীকৃতিকারী উভয়ে সম্মত হয়ে কোন বিনিময় বিল মেয়াদ পুর্তির পূর্বে বাতিল করে নতুন মেয়াদের নতুন বিল প্রস্তুত ও স্বীকৃতি প্রদান করলে তাকে বিলের নবায়ন বলে। নতুন বিলের পরিমান হবে পুরাতন বিলের টাকা যোগ নতুন বিলের স্ট্যাম্প খরচ, আনুষাঙ্গিক খরচ (যদি থাকে) এবং বর্ধিত সময়ের সুদ। অনেক ক্ষেত্রে বিলটি সম্পূর্ণ টাকার জন্য নবায়ন না করে আংশিক পরিশোধ করে বাকী অংশের জন্য হতে পারে। সুতরাং বিলের মূল্য পরিশোধের অপরাগতা ধারক ও স্বীকৃতিকারীর সমঝোতার মাধ্যমে নিস্পত্তির জন্য এবং পাওনা আদায়ের আইনানুগ ব্যবস্থার ঝামেলা এড়ানোর জন্য পুরাতন বিলের পরিবর্তে নতুন বিল প্রস্তুত প্রক্রিয়াকে বিলের নবায়ন বলে।

বিনিময় বিলের মেয়াদ পুর্তির পূর্বে আদিষ্ট বা স্বীকৃতিকারী ধারকের সম্মতি সাপেক্ষে বিলের অর্থ পরিশোধ করাকে বিলের অবসায়ন বলে। অগ্রীম মূল্য পরিশোধের জন্য অনেক সময় আদেষ্টা কিছু টাকা কম নিয়ে থাকে যা রেয়াত (Rebate) নামে পরিচিত। যেমন ঃ আবির আরিফের উপর ৩ মাস মেয়াদী ২০,০০০ টাকার একখানা বিল তৈরী করে। বিল স্বীকৃতির ২ মাস পর আরিফ বিল পরিশোধ করে এবং ২০০ টাকা রেয়াত পায়। এভাবে মেয়াদপূর্তির পূর্বে বিলের টাকা পরিশোধ করাই হচ্ছে বিলের অবসায়ন।

সারসংক্ষেপঃ

বিনিময় বিলের ধারক মেয়াদ পূর্তির পূর্বে যদি নগদ অর্থের প্রয়োজনে বিল ব্যাংক বা বাট্টাকারী প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় করে তবে তাকে বিলের বাট্টাকরন বলে। বিলের স্বীকৃতির জন্য অথবা মেয়াদ শেষে পরিশোধের জন্য আদিষ্টের নিকট উপস্থাপন করলে আদিষ্ট যদি স্বীকৃতি প্রদান বা পরিশোধ না করে তাহলে বিলের প্রত্যাখ্যান বলে। প্রত্যাখ্যাত বিলের জন্য ধারক কর্তৃক নোটারী পাবলিকের নিকট নথিভুক্ত ও প্রতিবাদকরন প্রয়োজন হয়। মেয়াদ শেষে স্বীকৃতিকারী অর্থ পরিশোধে অপারগ হলে বিলটি প্রত্যাখ্যান না করে আদেষ্টা বা ধারককে পুরাতন বিলের পরিবর্তে নুতন মেয়াদের নতুন বিল প্রস্তুতের অনুরোধ করলে আদেষ্টা যদি তা করে তবে তাকে বিলের নবায়ন বলে। অনেক সময় বিলের মেয়াদ পুর্তির আগেই স্বীকৃতিকারী বিলের অর্থ পরিশোধ করে থাকে, একে বিলের অবসায়ন বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। রুমা ৩০০০০ টাকার একটি বিনিময় বিল স্বীকৃতি পাওয়ার পর ৪% হারে বাট্টা করে। বিলটি ৩ মাস মেয়াদি হলে , বাট্টার পরিমান কত?
(ক) ৩০০ টাকা (খ) ২৫০ টাকা (গ) ৩৫০ টাকা (ঘ) ৪০০ টাকা

২। বিলের প্রত্যাখান কে করেন?
(ক) আদেষ্টা (খ) আদিষ্ট (গ) ধারক (ঘ) আনুমোনকারী

৩। বিলের ধারক মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে বিলের দ্বারা যে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে কি বলে?
(ক) বাট্টাকরণ (খ) অনুমোদনকরণ (গ) অর্থসংগ্রহকরণ (ঘ) নবায়নকরণ।

৪। বিনিময় বিল মেয়াদ পুর্তির পূর্বে ধারক কর্তৃক ব্যাংকের কাছে কমদামে বিক্রি করলে তাকে বলে -
ক. বিল বিক্রিকরন খ. বিল ভাঙ্গানো
গ. বিল বাট্টাকরন ঘ. বিল হস্তান্তর।

৫। কোন্‌টি সঠিক?
ক. মেয়াদী বিলের টাকা পাওয়ার জন্য মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়
খ. প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিল ব্যাংক থেকে মেয়াদ পুর্তির আগেই ভাঙ্গানো যায়
গ. বাট্টাকৃত বিনিময় বিল ব্যাংক বা বাট্টাকারী প্রতিষ্ঠান পুনঃ বাট্টাকরন করতে পারে
ঘ. সবগুলোই।

৬। বিনিময় বিলের আদিষ্ট স্বীকৃতি প্রদান বা মেয়াদ শেষে পরিশোধ না করলে তাকে বলে -
ক. অস্বীকৃতি খ. অপরিশোধ
গ. প্রত্যাখ্যান ঘ. অবসায়ন।

৭। কোন্‌টিতে বিনিময় বিল প্রত্যাখ্যাত হয় -
ক. ৪৮ ঘন্টার মধ্যে স্বীকৃতি না দিলে
খ. মেয়াদ পুর্তির পর অনুগ্রহ দিবসের মধ্যে মূল্য পরিশোধ না করলে
গ. মেয়াদ শেষে মূল্য পরিশোধে অপারগ হলে
ঘ. সবগুলোতেই।

৮। বিল প্রত্যাখ্যাত হলে নথিভুক্ত ও প্রতিবাদ করনের দায়িত্ব -
ক. আদেষ্টার খ. ধারকের
গ. আদিষ্টের ঘ. ব্যাংকের।

৯। একটি অপরিশোধিত পুরাতন বিলের পরিবর্তে একটি নতুন বিল প্রস্তুতের নাম -
ক. বিলের নবায়ন খ. বিলের অবসায়ন
গ. বিলের প্রত্যাখ্যান ঘ. বিলের অনুমোদন।

১০। কোন অবস্থায় বিনিময় বিল নবায়ন করা হয়?
ক. আদিষ্টের সাময়িক আর্থিক সংকটে খ. আদিষ্টের বিল পরিশোধে আরো সময় প্রয়োজন হলে
গ. আইনের ঝামেলা থেকে বাচার প্রয়োজনে ঘ. সবগুলোতেই।

১১। বিনিময় বিলের অর্থ মেয়াদ পুর্তির আগেই পরিশোধ করা হলে, তাকে বলে -
ক. বিলের মূল্য পরিশোধ খ. বিলের অবসায়ন
গ. বিলের বাট্টাকরন ঘ. বিলের অমর্যাদা।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিনিময় বিলের বাট্টাকরন বলতে কি বুঝায়? উদাহরন দিন।
২. বিনিময় বিলের প্রত্যাখ্যান কি? বিলের প্রত্যাখ্যান কতভাবে হতে পারে?
৩. নথিভুক্তকরন ও প্রতিবাদকরন বলতে কি বুঝায়?
৪. বিনিময় বিলের নবায়ন ও অবসায়নের পার্থক্য কি?

পাঠ-১.৬ ও ৭ বিনিময় বিল সংক্রান্ত লেনদেনের জাবেদা দাখিলা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ বিল সংক্রান্ত লেনদেনের জাবেদা দাখিলা বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ বিল সংক্রান্ত লেনদেন জাবেদায় লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

বিনিময় বিল সংক্রান্ত লেনদেনের জাবেদা দাখিলা ঃ

বিনিময় বিল সংক্রান্ত প্রতিটি লেনদেনের জন্য সাধারণতঃ দুটি পক্ষের হিসাবের বইতে দাখিলা দিতে হয়। বিভিন্ন ধরনের লেনদেনের জন্য দু'টি পক্ষের হিসাবের বইতে কি দাখিলা হবে তা নিম্নে দেখানো হল ঃ

ক্রমিক নং	লেনদেন	আদেষ্টার বইতে জাবেদা	আদিষ্টের বইতে জাবেদা
১.	ধারে পণ্য বিক্রয়, ক্রয় করা হলে	আদিষ্ট/দেনাদার হিঃ ডেঃ বিক্রয় হিসাব ক্রেঃ	ক্রয় হিসাব ডেঃ আদেষ্টা/পাওনাদার হিঃ ক্রেঃ
২.	আদিষ্ট/দেনাদার বিলে স্বীকৃত প্রদান করলে	প্রাপ্য বিল হিসাব ডেঃ আদিষ্ট/দেনাদার হিঃ ক্রেঃ	আদেষ্টা/পাওনাদার হিঃ ডেঃ প্রদেয় বিল হিসাব ক্রেঃ
৩.	মেয়াদ পুর্তি পর্যন্ত বিল ধরে রাখলে এবং টাকা আদায় হলে	নগদান/ব্যাংক হিসাব ডেঃ প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেঃ	প্রদেয় বিল হিসাব ডেঃ নগদান/ব্যাংক হিঃ ক্রেঃ
৪.	বিলটি ব্যাংকে বাট্টা করন করা হলে	ব্যাংক/নগদান হিসাব ডেঃ প্রদত্ত বাট্টা হিসাব ডেঃ প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেঃ	এর জন্য আদিষ্টের বইতে কোন জাবেদা দাখিল হবে না। অন্য দাখিলা হবে ব্যাংকের বইতে।
৫. ক.	বিলটি আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হলে ঃ যখন ব্যাংকে পাঠানো হয়	ব্যাংক বিল আদায় হিঃ ডেঃ প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেঃ	কোন দাখিলা হবে না।
খ.	ব্যাংক থেকে বিল আদায়ের খবর পেলে	ব্যাংক হিসাব ডেঃ ব্যাংক চার্জ হিসাব ক্রেঃ ব্যাংক বিল আদায় হিসাব ক্রেঃ	প্রদেয় বিল হিসাব ডেঃ ব্যাংক হিসাব ক্রেঃ
৬.	বিলটি কোন পাওনাদারের পক্ষে অনুমোদন করা হলে	অনুমোদিত প্রাপক হিঃ ডেঃ প্রাপ্য বিল হিঃ ক্রেঃ	কোন দাখিলা হবে না।
৭.	মেয়াদ পুর্তির পর বিল প্রত্যাখ্যাত হলেঃ যখন বিল আদেষ্টার কাছে থাকে। নোটিং চার্জ ছাড়া।	আদিষ্টের হিসাব ডেঃ প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেঃ	প্রদেয় বিল হিসাব ডেঃ আদেষ্টার হিসাব ক্রেঃ
৮.	মেয়াদ পুর্তিতে আদেষ্টার কাছে বিল থাকাকালে নোটিং চার্জসহ প্রত্যাখ্যাত হলে।	আদিষ্টের হিসাব ডেঃ (বিলের মূল্য+নোটিং চার্জ) প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেঃ ব্যাংক হিঃ (নোটিং চার্জ) ক্রেঃ	প্রদেয় বিল হিসাব ডেঃ নোটং চার্জ হিঃ ডেঃ আদেষ্টার হিসাব ক্রেঃ
৯.	আদায়ের জন্য ব্যাংকে পাঠানোর পর নোটিং চার্জ সহ প্রত্যাখ্যাত হলে	আদিষ্টের হিসাব (নোটিং চার্জ সহ) ডেঃ ব্যাংক বিল আদায় হিঃ ক্রেঃ ব্যাংক হিঃ (নোটিং চার্জ) ক্রেঃ	প্রদেয় বিল হিসাব ডেঃ নোটিং চার্জ হিঃ ডেঃ আদেষ্টার হিঃ ক্রেঃ
১০.	আদেষ্টা কর্তৃক বিলটি ব্যাংকে বাট্টাকরণের পর প্রত্যাখ্যাত হলে	আদিষ্টের হিসাব ডেঃ ব্যাংক হিসাব ক্রেঃ (নোটিং চার্জ সহ)	প্রদেয় বিল হিঃ ডেঃ নোটিং খরচ হিঃ ডেঃ আদেষ্টার হিঃ ক্রেঃ

১১.	বিলটি অনুমোদন বলে অন্য কাউকে দেয়ার পর প্রত্যাখ্যাত হলে	আদিষ্টের হিসাব ডেঃ অনুমোদন বলে প্রাপক হিঃ ক্রেঃ (বিলের মূল্য+নোটিং চার্জ)	প্রদেয় বিল হিসাব ডেঃ নোটিং চার্জ হিঃ ডেঃ আদেষ্টার হিঃ ক্রেঃ
১২.	অনুমোদিত প্রাপক বিল বাট্টাকরনের পর প্রত্যাখ্যাত হলে এবং আদেষ্টা পরিশোধ করলে	আদিষ্ট হিসাব ডেঃ ব্যাংক হিসাব ক্রেঃ (বিলের মূল্য+নোটিং চার্জ)	প্রদেয় বিল হিসাব ডেঃ নোটিং চার্জ হিঃ ডেঃ আদেষ্টার হিঃ ক্রেঃ
১৩. ক.	বিল নবায়নের জন্য ঃ পুরাতন বিল বাতিল হলে	আদিষ্টের হিসাব ডেঃ প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেঃ	প্রদেয় বিল হিসাব ডেঃ আদেষ্টার হিঃ ক্রেঃ
খ.	বিল বাতিলের পর আংশিক টাকা পরিশোধ করা হলে	ব্যাংক/নগদান হিঃ ডেঃ আদিষ্টের হিসাব ক্রেঃ	আদেষ্টার হিসবা ডেঃ ব্যাংক/নগদান হিঃ ক্রেঃ
গ.	বর্ধিত সময়ের সুদ ও টিকিট ব্যয় ধার্য হলে	আদিষ্টের হিসাব ডেঃ সুদ হিসাব ক্রেঃ স্ট্যাম্প খরচ হিঃ ক্রেঃ	সুদ হিসাব ডেঃ স্ট্যাম্প খরচহিঃ ডেঃ আদেষ্টার হিসাব ক্রেঃ
ঘ.	নতুন বিল স্বীকৃত হলে	প্রাপ্য বিল হিসাব ডেঃ আদিষ্টের হিসাব ক্রেঃ	আদেষ্টার হিসাব ডেঃ প্রদেয় বিল হিসাব ক্রেঃ
১৪.	মেয়াদ শেষে বিলটি পরিশোধিত হলে	ব্যাংক/নগদান হিসাব ডেঃ প্রাপ্য বিল হিঃ ক্রেঃ	প্রদেয় বিল হিঃ ডেঃ ব্যাংক/নগদান হিঃ ক্রেঃ
১৫.	নবায়নকৃত বিলের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে	আদিষ্টের হিসাব ডেঃ প্রাপ্য বিল হিঃ ক্রেঃ	প্রদেয় বিল হিসাব ডেঃ আদেষ্টার হিঃ ক্রেঃ
১৬.	মেয়াদ অন্তে আদিষ্ট দেউলিয়া হওয়ায় সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে না পারলে	নগদান হিঃ ডেঃ অনাদায়ী দেনা হিঃ ডেঃ আদিষ্টের হিঃ ক্রেঃ	আদেষ্টার হিঃ ডেঃ নগদান হিঃ ক্রেঃ ঘাটতি হিঃ ক্রেঃ
১৭.	বিলের অবসায়ন হলে	নগদান হিঃ ডেঃ রেয়াত হিসাব ডেঃ প্রাপ্য বিল হিঃ ক্রেঃ	প্রদেয় বিল হিসাব ডেঃ নগদান হিঃ ক্রেঃ রেয়াত হিসাব ক্রেঃ

অনুমোদিত প্রাপক ও অন্যপক্ষের বইতে জাবেদা

ক্রমিক নং	লেনদেন	অনুমোদিত প্রাপকের বই	সংশ্লিষ্ট অন্য পক্ষের বই
১.	অনুমোদিত বলে কোন বিল পাওয়া গেলে	প্রাপ্য বিল হিসাব ডেঃ অনুমোদকারী/দেনাদার হিঃ ক্রেঃ	<u>অনুমোদন দাতা/আদেষ্টার বই</u> অনুমোদন বলে প্রাপক হিঃ ডেঃ প্রাপ্য বিল হিঃ ক্রেঃ
২.	বিলটি ধরে রাখলে এবং মেয়াদ শেষে পরিশোধিত হলে	ব্যাংক/নগদান হিঃ ডেঃ প্রাপ্য বিল হিঃ ক্রেঃ	<u>আদিষ্টের বই</u> প্রদেয় বিল হিঃ ডেঃ নগদান/ব্যাংক হিঃ ক্রেঃ
৩.	বিলখানি ব্যাংকে বাট্টাকরন করা হলে	ব্যাংক/নগদান হিঃ ডেঃ বাট্টা হিসাব ডেঃ প্রাপ্য বিল হিঃ ক্রেঃ	<u>ব্যাংকের বই</u> বাট্টাকৃত প্রাপ্য বিল হিঃ ডেঃ নগদান হিসাব ক্রেঃ বাট্টা হিঃ ক্রেঃ
৪.	বিলখানি কোন পাওনাদারকে অনুমোদন করা হলে	২য় অনুমোদিত প্রাপক হিঃ ডেঃ প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেঃ	<u>২য় অনুমোদিত প্রাপকের বই</u> প্রাপ্য বিল হিসাব ডেঃ দেনাদার/১ম অনুমোদনকারী হিঃ ক্রেঃ
৫.	বিল আদায়ের জন্য ব্যাংকে প্রেরণ করা হলে ঃ	ব্যাংক বিল আদায় হিঃ ডেঃ	<u>ব্যাংকের বই</u> আদায়ের জন্য প্রাপ্য বিল হিঃ ডেঃ

ক.	যে তারিখে পাঠানো হল	প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেঃ	মক্কেল (যার কাছ থেকে পাওয়া গেল) হিসাব ক্রেঃ
খ.	আদায়ের পর ব্যাংক থেকে সংবাদ পাওয়া গেলে	ব্যাংক হিসাব ডেঃ ব্যাংক চার্জ হিসাব ডেঃ ব্যাংক বিল আদায় হিঃ ক্রেঃ	ব্যাংকের বই নগদান হিসাব ডেঃ মক্কেল হিসাব ক্রেঃ ব্যাংক চার্জ হিসাব ক্রেঃ
৬.	বিলটি অনুমোদিত প্রাপকের কাছে থাকতে প্রত্যাখ্যাত হলে	অনুমোদনকারীর হিঃ ডেঃ প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেঃ নগদান হিসাব (নোটিং চার্জ) ক্রেঃ	অনুমোদনকারীর বই আদিষ্টের হিঃ ডেঃ অনুমোদিত প্রাপক হিঃ ক্রেঃ
৭.	বাট্টাকরনের পর মেয়াদ শেষে বিল প্রত্যাখ্যাত হলে	অনুমোদনকারীর হিঃ ডেঃ ব্যাংক হিসাব ক্রেঃ (বিলের মূল্য+নোটিং চার্জ)	অনুমোদনকারীর বই আদিষ্টের হিঃ ডেঃ অনুমোদিত প্রাপক হিঃ ক্রেঃ
৮.	বিলটি অপর কোন ব্যক্তির (৩য় পক্ষ) নিকট অনুমোদনের পর প্রত্যাখ্যাত হলে	অনুমোদনকারী হিসাব ডেঃ অনুমোদিত প্রাপক হিসাব ক্রেঃ	অনুমোদনকারীর বই আদিষ্টের হিঃ ডেঃ অনুমোদিত প্রাপক হিঃ ক্রেঃ

ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের হিসাব বই

ক্রম নং	লেনদেন	ব্যাংকের বইতে জাবেদা	সংশ্লিষ্ট পক্ষের বইতে জাবেদা
১.	ব্যাংকে বিল বাট্টাকরন করা হলে	বাট্টকৃত বিল হিসাব ডেঃ নগদান হিসাব ক্রেঃ বাট্টা হিসাব ক্রেঃ	বাট্টাকারীর বই নগদান হিঃ ডেঃ বাট্টা হিঃ ক্রেঃ প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেঃ
২.	মেয়াদ পুর্তিতে বিলের টাকা আদায় হলে	নগদান হিঃ ডেঃ বাট্টাকৃত প্রাপ্য বিল হিঃ ক্রেঃ	আদিষ্টের বই প্রদেয় বিল হিঃ ডেঃ নগদান/ব্যাংক হিঃ ক্রেঃ
৩. ক.	আদায়ের জন্য বিল হাতে আসলে যখন বিল পাওয়া যায়	আদয়ের জন্য প্রাপ্য বিল হিঃ ডেঃ মক্কেল হিসাব ক্রেঃ	জমাকারী বই ব্যাংক বিল আদায় হিঃ ডেঃ প্রাপ্য বিল হিঃ ক্রেঃ
খ.	যখন বিল আদায় হয়	নগদান হিঃ ডেঃ আদায়ের জন্য প্রাপ্য বিল হিঃ ক্রেঃ	জমাকারী বই ব্যাংক হিঃ ডেঃ ব্যাংক বিল আদায় হিঃ ক্রেঃ
গ.	ব্যাংক চার্জ ধার্য হলে	মক্কেল হিঃ ডেঃ ব্যাংক চার্জ হিসাব ক্রেঃ	জমাকারী বই ব্যাংক চার্জ হিঃ ডেঃ ব্যাংক হিঃ ক্রেঃ
৪.	বাট্টাকৃত বিল মেয়াদ শেষে প্রত্যাখ্যাত হলে (নোটিং চার্জ সহ)	বিল বাট্টাকারী হিসাব ডেঃ বাট্টাকৃত প্রাপ্য বিল হিঃ ক্রেঃ নগদান হিঃ (নোটিশ চার্জ) ক্রেঃ	বাট্টাকারীর বই আদিষ্টের হিঃ ডেঃ ব্যাংক হিঃ (বিল+নোটিং চার্জ) ক্রেঃ
৫.	আদায়ের জন্য জমাকৃত বিল প্রত্যাখ্যাত হলে (নোটিং চার্জ সহ)	মক্কেল হিসাব ডেঃ আদায়ের জন্য প্রাপ্য বিল হিঃ ক্রেঃ ব্যাংক চার্জ হিঃ ক্রেঃ	জমাকারী বই আদিষ্টের হিঃ ডেঃ ব্যাংক বিল আদায় হিঃ ক্রেঃ (বিল+নোটিং চার্জসহ)

অর্থসংস্থানকারী/উপযোগ বিনিময় বিল সংক্রান্ত লেনদেনের জাবেদা দাখিলা

ক্রম নং	লেনদেন	আদেষ্টার বইতে জাবেদা	আদিষ্টের বইতে জাবেদা
১.	বিলে স্বীকৃতি পাওয়া গেলে	প্রাপ্য বিল হিসাব ডেঃ আদিষ্টের হিঃ ক্রেঃ	আদেষ্টার হিঃ ডেঃ প্রদেয় বিল হিঃ ডেঃ
২.	বিল ব্যাংকে হতে বাট্টাকরন করা হলে	নগদান হিঃ ডেঃ বাট্টা হিঃ ডেঃ প্রাপ্য বিল হিঃ ক্রেঃ	কোন দাখিলা প্রয়োজন নেই।
৩.	বাট্টাকৃত বিলের অর্থ আংশিক আদিষ্টকে পাঠানো হলে	আদিষ্টের হিঃ ডেঃ নগদান হিঃ ক্রেঃ বাট্টা হিঃ ক্রেঃ	নগদান হিসাব ডেঃ বাট্টা হিসাব ডেঃ আদেষ্টার হিঃ ক্রেঃ
৪.	মেয়াদ শেষে বিল পরিশোধের জন্য আদেষ্টার অংশ আদিষ্টকে পাঠানো হলে	আদিষ্টের হিসাব ডেঃ নগদান হিসাব ক্রেঃ	নগদান হিঃ ডেঃ আদেষ্টার হিঃ ক্রেঃ
৫.	মেয়াদ শেষে বিলটি পরিশোধিত হলে	আদেষ্টার বইতে কোন এন্টি হবে না। ব্যাংকের বইতে এন্টি হবে।	প্রদেয় বিল হিসাব ডেঃ নগদান হিঃ ক্রেঃ
৬.	মেয়াদ পুর্তিতে বিল প্রত্যাখ্যাত হলে	আদিষ্টের হিসাব ডেঃ ব্যাংক হিসাব ক্রেঃ	প্রদেয় বিল হিসাব ডেঃ আদেষ্টার হিসাব ক্রেঃ
৭.	আদিষ্ট দেওলিয়া হওয়ার প্রেক্ষিতে তার সম্পত্তি থেকে আংশিক পাওনাদারদের দেয়া হলে	নগদান হিঃ ডেঃ অনাদায়ী দেনা হিঃ ডেঃ আদিষ্টের হিঃ ক্রেঃ	আদেষ্টার হিসাব ডেঃ নগদান হিসাব ক্রেঃ ঘাটতি হিসাব ক্রেঃ

উদাহরণ-১ ঃ

১লা জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে হাদি ২০,০০০ টাকার পণ্য সাদির নিকট ধারে বিক্রয় করে এর মূল্যের জন্য তিন মাস মেয়াদী একটি বিনিময় বিল প্রস্তুত করে। একই তারিখে সাদি বিলটিতে স্বীকৃতি দিয়ে হাদিকে ফেরত দেয়। ৭ই জানুয়ারী হাদি বিলটি নাদিমের স্বপক্ষে অনুমোদন করে। ১৫ ই জানুয়ারী নাদিম বিলটি বার্ষিক ৬% হারে একটি ব্যাংকে বাট্টাকরন করে। মেয়াদ পূর্তিতে বিল খানি পরিশোধিত হয়।

করণীয় :
ক. উদ্দিপকে বিলের পক্ষ কয়টি ও কি কি?
খ. হাদির বইতে প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দেখান।
গ. নাদিম ও ব্যাংকের বইতে প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দেখান।

সমাধান ঃ ক. উদ্দিপকে বিলের পক্ষ ৪টি, যথা: হাদি, সাদি, নাদিম ও ব্যাংক।

খ.

হাদির হিসাব বই (আদেষ্টা)
জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৬ জানুয়ারী-১	সাদি হিসাব ডেঃ বিক্রয় হিসাব ক্রেঃ (বাকীতে পণ্য বিক্রয় করা হল)		২০,০০০	২০,০০০

	প্রাপ্য বিল হিসাব	ডেঃ		২০,০০০	
জানুয়ারী-১	সাদি হিসাব	ক্রেঃ			২০,০০০
	(বিলে সাদির স্বীকৃতি পাওয়া গেল)				
	নাদিম হিসাব	ডেঃ		২০,০০০	
জানুয়ারী-৭	প্রাপ্য বিল হিসাব	ক্রেঃ			২০,০০০
	(বিলটি নাদিমকে অনুমোদন করা হল)				

গ.

নাদিমের হিসাব বই (অনুমোদিত প্রাপক)

জাবেদা

তারিখ	বিবরণ		খঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৬	প্রাপ্য বিল হিসাব	ডেঃ		২০,০০০	
জানুয়ারী-৭	হাদি হিসাব	ক্রেঃ			২০,০০০
	(অনুমোদন বলে হাদির নিকট থেকে বিল পাওয়া গেল)				
	নগদান হিসাব	ডেঃ		১৯,৭৩৪	
জানুয়ারী-১৫	বাট্টা হিসাব $\frac{২০,০০০\times৬\times৮১}{১০০\times৩৬৫}$	ডেঃ		২৬৬	
	প্রাপ্য বিল হিসাব	ক্রেঃ			২০,০০০
	(বিল বাট্টায় ভাঙ্গানো হল।)				

ব্যাংকের হিসাব বই (বাট্টাকারী প্রতিষ্ঠান)

জাবেদা

তারিখ	বিবরণ		খঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৬	বাট্টাকৃত বিল হিসাব	ডেঃ		২০,০০০	
জানুয়ারী-৫	নগদান হিসাব	ক্রেঃ			১৯,৭৩৪
	বাট্টা হিসাব	ক্রেঃ			২৬৬
	(বিল বাট্টাকরণ করা হল।)				
	নগদান হিসাব	ডেঃ		২০,০০০	
এপ্রিল-৪	বাট্টাকৃত বিল হিসাব	ক্রেঃ			২০,০০০
	(মেয়াদ পূর্তিতে বাট্টাকৃত বিলের টাকা আদায় হল।)				

উদাহরণ -২ ঃ

আবির ১লা জুলাই ২০১৬ তারিখে নিবিড়ের উপর ১০,০০০ টাকার তিন মাস মেয়াদি একখানি বিল প্রস্তুত করল। নিবিড় বিলখানিতে স্বীকৃতি প্রদান করে ঐদিনই আবিরের নিকট ফেরত পাঠাল এবং আবির বিলখানি অর্নবের পক্ষে অনুমোদন করল। অর্নব বিল খানি ৯,৮০০ টাকায় ব্যাংক থেকে বাট্টাকরন করল। মেয়াদ শেষে বিলখানি প্রত্যাখ্যাত হল। এ প্রেক্ষিতে ব্যাংক ১০০ টাকা নথিভুক্তকরন চার্জ প্রদান করল।

করণীয় :

ক. বাট্টার পরিমাণ কত?

খ. আবির ও নিবিড়ের বইতে জাবেদা দেখান।

গ. অর্ণব ও ব্যাংকের বইতে জাবেদা দাখিলা দেখন।

সমাধান ঃ ক. বাট্টার পরিমাণ ১০,০০০ -৯,৮০০ = ২০০ টাকা।

খ.

আবিরের হিসাব বই (আদেষ্টা)

জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৬	প্রাপ্য বিল হিসাব ডেঃ		১০,০০০	
জুলাই-১	নিবিড় হিসাব ক্রেঃ			১০,০০০
	(যেহেতু নিবিড়ের স্বীকৃতি পাওয়া গেল)			
	অর্নবের হিসাব ডেঃ		১০,০০০	
জুলাই-১	প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেঃ			১০,০০০
	(বিলখানি অর্নবের পক্ষে অনুমোদন করা হল)			
	নিবিড়ের হিসাব ডেঃ		১০,১০০	
অক্টোবর-৪	অর্ণব হিসাব ক্রেঃ			১০,১০০
	(প্রত্যাখ্যাত বিল, ব্যাংক থেকে ফেরত আসল এবং নোটিং চার্জ প্রদত্ত হল)			

নিবিড়ের হিসাব বই (আদিষ্ট)

জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৬	আবিরের হিসাব ডেঃ		১০,০০০	
জুলাই-১	প্রদেয় বিল হিসাব ক্রেঃ			১০,০০০
	(আবির কর্তৃক প্রস্তুত বিলে স্বীকৃতি দেওয়া হল)			
	প্রদেয় বিল হিসাব ডেঃ		১০,০০০	
অক্টোবর-৪	নথিভুক্ত ব্যয় হিসাব ডেঃ		১০০	
	আবিরের হিসাব ক্রেঃ			১০,১০০
	(মেয়াদ শেষে বিলখানি প্রত্যাখ্যাত হল এবং নথিভুক্ত ব্যয় হিসাবভুক্ত করা হল)			

গ.

অর্নবের হিসাব বই (অনুমোদিত প্রাপক)

জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৬	প্রাপ্য বিল হিসাব ডেঃ		১০,০০০	
জুলাই-১	আবিরের হিসাব ক্রেঃ			১০,০০০
	(অনুমোদনের মাধ্যমে প্রাপ্য বিল পাওয়া গেল)			
	নগদান হিসাব ডেঃ		৯,৮০০	
জুলাই-১	বাট্টা হিসাব ডেঃ		২০০	
	প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেঃ			১০,০০০
	(প্রাপ্য বিল ব্যাংক থেকে বাট্টা করা হল)			
	আবির হিসাব ডেঃ		১০,১০০	
অক্টোবর-৪	ব্যাংক হিসাব ক্রেঃ			১০,১০০
	(মেয়াদ শেষে বিলটি প্রত্যাখ্যাত হল)			

ব্যাংক এর হিসাব বই (বাট্টাকারী প্রতিষ্ঠান)

জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৬	বাট্টাকৃত বিল হিসাব ডেঃ		১০,০০০	
জুলাই-১	নগদান হিসাব ক্রেঃ			৯,৮০০
	বাট্টা হিসাব ক্রেঃ			২০০
	(বিল বাট্টাকরন করা হল)			
	নোটিং চার্জ হিসাব ডেঃ		১০০	
অক্টোবর-৪	নগদান হিসাব ক্রেঃ			১০০
	(নোটিং চার্জ প্রদত্ত হল)			
	অর্ণব হিসাব ডেঃ		১০,১০০	
	বাট্টাকৃত প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেঃ			১০,০০০
অক্টোবর-৪	নোটিং চার্জ হিসাব ক্রেঃ			১০০
	(মেয়াদ শেষে বিলটি প্রত্যাখ্যাত হল এবং নোটিং চার্জ প্রদত্ত হল।)			

উদাহরণ- ৩ ঃ

১লা জুন ২০১৬ তারিখে মিঠু ১৮,০০০ টাকার তিন মাস মেয়াদী একখানি বিল টিঠুর বরাবর প্রস্তুত করে। টিঠু বিলখানিতে স্বীকৃতি প্রদান করে মিঠুর নিকট ফেরত পাঠায়। মিঠু ৩রা জুন ১৭,৬০০ টাকায় বিলখানা ব্যাংক থেকে বাট্টা করে নেয়। দেয় তারিখে বিলটি প্রত্যাখ্যাত হয় এবং ব্যাংক ৬০ টাকা নোটিং চার্জ প্রদান করে। টিঠু বিলের ৬,০০০ টাকা ও নোটিং চার্জ নগদে প্রদান করে এবং অবশিষ্ট টাকার জন্য ৮% সুদসহ ৪মাস মেয়াদী একখানা নতুন বিল প্রস্তুত করতে মিঠুকে অনুরোধ করে। মিঠু এতে সম্মত হয়ে নতুন বিল প্রস্তুত করলে টিঠু স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু মেয়াদ পূর্তির আগে টিঠু দেওলিয়া ঘোষিত হওয়ায় বিলটি প্রত্যাখ্যাত হয়। মিঠু পাওনা বাবদ টিঠুর সম্পত্তি হতে টাকায় ৪০ পয়সা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

করণীয় :

ক. বিনিময় বিলের স্বীকৃতি কি?

খ. উদ্দীপকের তথ্য হতে সুদ, চুড়ান্ত প্রাপ্ত নগদ অর্থ ও অনাদায়ী দেনার পরিমাণ নির্ণয় করুন।

গ. মিঠুর বইতে জাবেদা দেখান।

সমাধানঃ ক. বিনিময় বিলের স্বীকৃতি বলতে আদেষ্টা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিলের টাকা মেয়াদ শেষে পরিশোধ করা হবে এ মর্মে আদিষ্ট বা তার প্রতিনিধির স্বাধীন ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত সম্মতিসূচক স্বাক্ষর প্রদানকে বুঝায়।

খ.

১. সুদ নির্ণয় ঃ = ৩২০ টাকা

২. লভ্যাংশ ঃ ১২,৩২০ × .৪০ = ৪,৯২৮ টাকা

৩. অনাদায়ী দেনা ঃ ১২,৩২০×.৬০ = ৭,৩৯২ টাকা।

গ.

মিঠুর (আদেষ্টা) হিসাব বই
জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৬	প্রাপ্য বিল হিসাব ডেঃ		১৮,০০০	
জুন-১	টিঠুর হিসাব ক্রেঃ			১৮,০০০
	(টিঠুর নিকট থেকে বিলে স্বীকৃতি পাওয়া গেল)			
	নগদান হিসাব ডেঃ		১৭,৬০০	
জুন-৩	বাট্টা হিসাব ডেঃ		৪০০	
	প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেঃ			১৮,০০০
	(বিলটি ব্যাংক থেকে বাট্টা করা হল।)			
	টিঠু হিসাব ডেঃ		১৮,০৬০	
সেপ্টেম্বর-৪	ব্যাংক হিসাব ক্রেঃ			১৮,০৬০
	(ব্যাংক বাট্টাকৃত বিল অমর্যাদা হলো এবং ব্যাংক নোটিং চার্জ প্রদান করল)			
	নগদান হিসাব ডেঃ		৬.০৬০	
সেপ্টেম্বর-৪	টিঠু হিসাব ক্রেঃ			৬,০৬০
	(প্রত্যাখ্যাত বিলের আংশিক মূল্য ও নোটিং চার্জ নগদে পাওয়া গেল।)			
	টিঠু হিসাব ডেঃ		৩২০	
সেপ্টেম্বর-৪	সুদ হিসাব ক্রেঃ			৩২০
	(নবায়নকৃত বিলের সুদ ধার্য করা হলো)			
	প্রাপ্য বিল হিসাব ডেঃ		১২,৩২০	
সেপ্টেম্বর-৪	টিঠুর হিসাব ক্রেঃ			১২,৩২০
	(নবায়নকৃত বিলে স্বীকৃতি পাওয়া গেল)			
২০১৭	টিঠু হিসাব ডেঃ		১২,৩২০	
জানু-৭	প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেঃ			১২,৩২০
	(টিঠু দেওলিয়া হওয়ায় নবায়নকৃত বিলটি প্রত্যাখ্যাত হল।)			
	নগদান হিসাব ডেঃ		৪,৯২৮	
,,	অনাদায়ী দেনা হিসাব ডেঃ		৭,৩৯২	
	টিঠু হিসাব ক্রেঃ			১২,৩২০
	(টিঠুর সম্পত্তি থেকে টাকা প্রতি ৪০ পয়সা আদায় করা হল এবং বিলের অবশিষ্ট মূল্য অনাদায়ী দেনা হিসাবে গণ্য করা হল।)			

টীকা ঃ-

১. বিলের মেয়াদ নির্ণয়ে ৩ দিন অনুগ্রহ দিবস ধরা হয়েছে।

উদাহরণ - ৪ ঃ

জনাব নাঈম পারস্পরিক অর্থ সংস্থানের জন্য ১লা আগষ্ট ২০১৬ তারিখে ৪ মাস মেয়াদী ২০,০০০ টাকার একটি বিল প্রস্তুত করল। ঐ দিনই ফাহিম বিলটিতে সম্মতি দিয়ে নাঈমের কাছে ফেরত পাঠাল। নাঈম বিলটি ব্যাংক থেকে ১৯,২০০ টাকায় বাট্টা করল। বাট্টাকৃত অর্থের অর্ধেক ঐদিনই ফাহিমকে প্রেরণ করল। মেয়াদ পূর্তির একদিন আগে নাঈম তার অংশের টাকা ফাহিমকে প্রদান করল। মেয়াদ পূর্তিতে বিলখানি যথারীতি পরিশোধিত হল।

করণীয় :

ক. অর্থ সংস্থানকারী বিল কি?

খ. নাঈমের বইতে প্রয়োজনীয় জাবেদা দেখান।

গ. ফাহিমের বইতে প্রয়োজনীয় জাবেদা দেখান।

সমাধান ঃ ক. কোনরূপ মূল্যের বিনিময় ব্যতীত কেবলমাত্র সাময়িক ও পারস্পরিক অর্থসংস্থানের জন্য উভয়পক্ষের সমঝোতায় যে বিল ব্যবহার করা হয় তাকে অর্থসংস্থানকারী বা উপযোগ বিল বলে।

খ.

নাঈমের হিসাব বই (আদেষ্টা)

জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৬	প্রাপ্য বিল হিসাব ডেঃ		২০,০০০	
আগষ্ট-১	ফাহিমের হিসাব ক্রেঃ			২০,০০০
	(বিলে স্বীকৃতি পাওয়া গেল)			
	নগদান হিসাব ডেঃ		১৯,২০০	
,,	বাট্টা হিসাব ডেঃ		৮০০	
	প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেঃ			২০,০০০
	(বিলটি ব্যাংকে বাট্টা করা হল)			
	ফাহিম হিসাব ডেঃ		১০,০০০	
,,	নগদান হিসাব ক্রেঃ			৯,৬০০
	বাট্টা হিসাব ক্রেঃ			৪০০
	(বাট্টাকৃত অর্থের অর্ধেক বাট্টাসহ ফাহিমকে প্রদান করা হল।)			
	ফাহিম হিসাব ডেঃ		১০,০০০	
ডিসেম্বর-৩	নগদান হিসাব ক্রেঃ			১০,০০০
	(মেয়াদান্তে বিল পরিশোধের জন্য অবশিষ্ট টাকা ফাহিমকে পাঠানো হল।)			

গ.

ফাহিমের হিসাব বই (আদিষ্ট)
জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৬ আগষ্ট-১	নাঈম হিসাব ডেঃ		২০,০০০	
	প্রদেয় বিল হিসাব ক্রেঃ			২০,০০০
	(বিলে স্বীকৃতি দেওয়া হল)			
	নগদান হিসাব ডেঃ		৯,৬০০	
,,	বাট্টা হিসাব ডেঃ		৪০০	
	নাঈম হিসাব ক্রেঃ			১০,০০০
	(বাট্টাকৃত বিলের অর্ধেক অর্থ পাওয়া গেল।)			
	নগদান হিসাব ডেঃ		১০,০০০	
ডিসেম্বর-৩	নাঈমের হিসাব ক্রেঃ			১০,০০০
	(বিল পরিশোধের জন্য মেয়াদান্তে অবশিষ্ট টাকা পাওয়া গেল।)			
	প্রদেয় বিল হিসাব ডেঃ		২০,০০০	
ডিসেম্বর-৪	নগদান হিসাব ক্রেঃ			২০,০০০
	(মেয়াদ শেষে বিলটি পরিশোধ করা হল।)			

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৬ ও ১.৭

সমস্যা ১

আশিক, সুজনের নিকট ২০১৬ সালের ১লা জুন তারিখে ৫০০০০ টাকার পণ্য ধারে বিক্রয় করে প্রাপ্ত মূল্যের উপর ৩ মাস মেয়াদের একটি বিল তৈরী করে। বিলটি স্বীকৃতি পাওয়ার পর আশিক বিলটি একজন পাওনাদার অরুণের বরাবর অনুমোদন করে। মেয়াদ শেষে সুজন বিলটি পরিশোধ করে।

(ক) সমস্যায় বিলের পক্ষ কয়টি ও পক্ষ গুলো কি কি?

(খ) আদেষ্টার হিসাব বহিতে প্রয়োজনীয় জাবেদা লিখুন।

(গ) আদিষ্ট এবং অনুমোদিত প্রাপকের বহিতে জাবেদা লিখুন।

সমস্যা ২

২০১৬ সালের জানুয়ারী মাসে ১ তারিখে সজল, মনিরুল বরাবর ১৫,০০০ টাকার ২ মাস মেয়াদী একটি বিনিময় বিল তৈরি করে। সজল বিলটি পাওয়ার পর তার একজন পাওনাদার পাভেলের নিকট অনুমোদ করেন। পাভেল বিলটি ব্যাংক হতে ৮% হারে বাট্টাকরণ করেন। বিলটি যথাসময়ে পরিশোধিত হয়।

(ক) বাট্টার পরিমান নির্ণয় কর।

(খ) সজল ও মনিরুলের বহিতে জাবেদা লিখুন।

(গ) পাভেলের এবং ব্যাংকের বহিতে জাবেদা লিখুন।

সমস্যা ৩

২০১৬ সালের ১লা জুন মাসে রোজি, নদীয়ার নিকট ধারে ১২০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করেন। রোজি তিন মাস মেয়াদি একটি বিল তৈরি করেন এবং নদীয়ার স্বীকৃতি পাওয়ার পর বিলটি সজিবের বরাবর অনুমোন করেন। সজিব বিলটি ব্যাংক হতে ১০% হারে বাট্টাকরণ করেন। মেয়াদ শেষে বিলটি প্রত্যাখান হয়।

(ক) কত দিনের বাট্টা ধার্য হবে?

(খ) রোজির বহিতে জাবেদা লিখুন।

(গ) নদীয়া এবং ব্যাংকের বহিতে জাবেদা লিখুন।

সমস্যা ৪

২০১৬ সালের জুলাই মাসে তমাল, দিলিপের বরাবর ২০০০০ টাকার তিন মাস মেয়াদের একটি বিল তৈরী করেন এবং দিলিপ স্বীকৃতি প্রদান করে তমালের নিকট ফেরত পাঠায়। তমাল বিলটি তার একজন পাওনাদার কাসেমের বরাবর অনুমোদন করেন। কাসেম বিলটি ব্যাংক হতে ১৯,০০০ টাকায় বাট্টাকরণ করেন। মেয়াদ শেষে বিলটি পরিশোধ করতে কাসেম ব্যর্থ হয়।

(ক) মেয়াদ পূর্তির দিন নির্ণয় কর।

(খ) তমাল ও দিলিপের বহিতে জাবেদা লিখুন।

(গ) কাসেম ও ব্যাংকের বহিতে জাবেদা লিখুন।

সমস্যা ৫

জনাব ওয়াসিম ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে জনাব ওয়াকারের বরাবর ৬০,০০০ টাকার ৩ মাস মেয়াদী একখানা বিল প্রস্তুত করে। ওয়াকার বিলটিতে স্বীকৃতি প্রদান করে। ওয়াসিম বিলটি তার পাওনাদার ইমরানকে অনুমোদন করল। ইমরান বিলটি ঐদিনই ৫৮,০০০ টাকায় বাট্টা করে। মেয়াদ শেষে বিলটি পরিশোধিত হয়।

(ক) বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় করুন।

(খ) ওয়াসিমের বহিতে জাবেদা লিখুন।

(গ) ওয়াকার ও ইমরানের বহিতে জাবেদা লিখুন।

সমস্যা ৬

২০১৬ সালের ১লা ডিসেম্বর পারস্পরিক অর্থ সংস্থানের জন্য শাওন ৯০ দিন মেয়াদী ১৬,০০০ টাকার একখানি বিল সাগরের বরাবর প্রস্তুত করে। সাগর বিলখানিতে স্বীকৃতি দিয়ে ফেরত পাঠায়। ডিসেম্বর ২ তারিখে শাওন ১০% বাট্টায় বিলখানি ব্যাংকে ভাঙ্গায় এবং অর্ধেক টাকা সাগরকে প্রদান করে। মেয়াদ পূর্তির আগে শাওন তার অংশের টাকা সাগরকে প্রদান করলে সে বিলের টাকা সময়মত পরিশোধ করে। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের হিসাব বইতে জাবেদা এন্ট্রি দেখান।

(ক) অর্থ সংস্থানকারী বিল কি?

(খ) শাওনের বহিতে প্রয়োজনীয় জাবেদা দেখান।

(গ) সাগরের বহিতে প্রয়োজনীয় জাবেদা দেখান।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.১ ঃ	১.খ	২.ঘ	৩.খ	৪.ঘ	৫. ক,	৬.ঘ,	৭. গ,	৮. ঘ,
	৯. গ,	১০. গ,	১১. ঘ।					
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.২ ঃ	১.ঘ	২.ক	৩.খ	৪.ক	৫. ঘ,	৬.গ,	৭. ঘ,	৮.গ,
	৯. ক,	১০. ঘ,	১১. ক,	১২.ক।				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.৩ ঃ	১.খ	২.গ	৩.ঘ	৪.ক	৫. গ,	৬.ঘ,	৭. খ,	৮.ঘ,
	৯. ঘ,	১০. খ,	১১. ঘ,	১২. ঘ।				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.৪ ঃ	১.ঘ	২.ক	৩.গ	৪.ঘ	৫. খ,	৬.ক,	৭. গ,	৮.ঘ,
	৯. গ,	১০. ঘ,	১১. ঘ,	১২.ঘ।				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.৫ ঃ	১.ক	২.খ	৩.ক	৪. গ,	৫.ঘ,	৬. গ,	৭. ঘ,	৮.খ,
	৯. ক,	১০. ঘ,	১১.খ।					